

বাজেট নিয়ে খুশি নন অখিলেশ, শশী বললেন মনরেগার কোনও উল্লেখ নেই

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই :কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে খুশি নন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদব। কংগ্রেস সাংসদ শশী খারুর বললেন, বাজেট মনরেগার কোনও উল্লেখ নেই। সাধারণ মানুষের সমস্যা সম্পর্কিত মূল বিষয়গুলিও নেই। বাজেটের প্রতিক্রিয়া অখিলেশ যাদব বলেছেন, সরকার বাঁচানোর জন্য বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশকে বিশেষ যোজনার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। বিগত ১০ বছরে তাঁরা বেকারত্ব বাড়িয়েছে। অখিলেশ আরও বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষকদের সমস্যার সমাধান না হয় এবং যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত না হয়, ততদিন জনগণের কোনও লাভ হবে না।কংগ্রেস সাংসদ শশী খারুর বলেছেন, এটি একটি অপ্রতুল বাজেট। সাধারণ মানুষের মুখোমুখি হওয়া মূল সমস্যাগুলি সম্পর্কে আমি কিছুই শুনিনি। এখানে মনরেগার কোনও উল্লেখ নেই এবং সাধারণ মানুষের আয়ের উন্নতির জন্য নেওয়া পদক্ষেপের অপর্যাপ্ত উল্লেখ। অয় বৈষম্য মোকাবিলায় আমরা সরকারের কাছ থেকে খুব কমই শুনেছি।

কমলা হ্যারিসের সমর্থনে পোস্টার পড়লো ‘মাতৃভূমি’তামিলনাড়ুতে



তুলাসেন্দ্র পুরম, ২৪ জুলাই : আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আসন্ন। জো বাইডেন পরে দাঁড়াতেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের প্রচণ্ডাধী হিসেবে নাম উঠে আসছে কমলা হ্যারিসের। তাতেই তামিলনাড়ুর তুলাসেন্দ্রপুরম গ্রামে পুজো দিয়ে কমলা হ্যারিসের জয়ের প্রার্থনায় মগ্ন হয়ে উঠলেন গ্রামবাসীরা।জানা গেছে, এই গ্রামে শুরু হয়ে গিয়েছে আনন্দ উৎসব। গোটা গ্রামে ছেয়ে গিয়েছে পোস্টার। বুধবার দেখা যায়, কমলার হাসি মুখের পোস্টারেরে জ্বলজ্বল করছে গোটা গ্রাম। তাদের ঘরের মেয়ে জ্বরী থাকে, এই আশায় বুক বাঁধছে তামিলনার তুলাসেন্দ্রপুরম গ্রামের মানুষ। যদি এই নির্বাচনে জরী হন কমলা তবে প্রথম ‘ মহিলা প্রেসিডেন্টের জন্য হোয়াইট হাউসের দরজা খুলবে। ইতিহাসের খাচায় নাম লেখাবেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিস। প্রসঙ্গত, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের মা শ্যামলা গোপালন আমেরিকায় চলে যান। শ্যামলা তামিলনাড়ুর বাসিন্দা ছিলেন। পরে আমেরিকায় ডেনাল্ড হ্যারিসের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। ডেনাল্ড হ্যারিস জামাইকার বাসিন্দা ছিলেন। কমলার জন্ম হয়। ক্যালিফোর্নিয়ায় বেড়ে ওঠা কমলার।

মমতার মন্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করলো বাংলাদেশ

দুরন্তবারতা,ঢাকা:বাংলাদেশের বিদ্রোহের আগুন ধীরে ধীরে কমে আসছে। কোটা আন্দোলনে শতধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ভারতের প্রায় ৫০০ পুয়াই ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে দেশে। এই পরিস্থিতিতে ২১ জুলাই ধর্মতলার সভা থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বা বলেছিলেন বা বাংলাদেশ সরকার। মুখ্যমন্ত্রী ওই সভা থেকে বলেছিলেন, আমি বাংলাদেশ নিয়ে কোনও কথা বলতে পারি না। কারণ ওটা একটা আলাদা দেশ। যা বলার ভারত সরকার বলবে। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলার দরজা কাট নাড়ো তাহলে আমরা তাঁদের আশ্রয় নিশ্চয় দেব। কারণ ইউনাইটেড নেশনসের রেজলিউশন আছে। কেউ যদি রিফিউজি হয়ে যায় তাহলে পার্শ্ববর্তী এলাকা তাকে সম্মান জানাবে। তখনই প্রশ্ন উঠেছিল, ইউনাইটেড নেশনের যে রেজলিউশন থাকুকনা কেন, কোনো অঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীর এজিয়ারের মধ্যে নয় এটা।সুদ্ত মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যর পরেই স্ত্রাঞ্জন রবিশ্রী মত্থা বিজেপি সাংসদ রবি শঙ্কর প্রসাদ মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, সংবিধান অনুযায়ী এই অধিকার রাজ্য সরকারের নেই। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এবার প্রতিবাদ জানালো বাংলাদেশ সরকার। গত অক্টোবর বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ওকে সম্মান ঘনিষ্ঠই বলছি, এই মন্তব্যে অনেক বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে। তাই আমরা ভারত সরকারকে এই বিষয়ে নোট পাঠিয়েছি।কিন্তু সামান্য হলেই এই দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরতে পারে বলেই থাকেনের আশঙ্কা।

ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার স্থিতিশীল, কৃষি গবেষণায় বিশেষ জোর

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার স্থিতিশীল। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করে বললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তিনি বলেছেন, ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে এবং আগামী বছরগুলিতেও তা অব্যাহত থাকবে। ভারতের মুদ্রাস্ফীতি কম এবং স্থিতিশীল ৪ শতাংশের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর গত মঙ্গলবার বেলা এগারোটো নাগাদ লোকসভায় বাজেট পেশ করেন নির্মলা সীতারমন। এই নিয়ে টানা সপ্তমবারের জন্য বাজেট পেশ করলেন নির্মলা। নির্মলা বলেছেন, অন্তর্বর্তী বাজেটে উল্লিখিত হিসাবে, আমাদের ৪টি শ্রেণীর উপর মনোনিবেশ করতে হবে। দরিদ্র, মহিলা, যুবক এবং কৃষক। কৃষকদের জন্য আমরা



কমপক্ষে ৫০ শতাংশ মার্জিনের জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী সমস্ত প্রধান ফসলের জন্য উচ্চ ন্যূনতম সমর্থন মূল্য যোগ্য করছে। প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা ৫ বছরের জন্য বাড়ানো হয়েছে, যাতে ৮০ কোটিরও বেশি মানুষ উপকৃত হয়। অন্যদিকে বিহারে নতুন বিমানবন্দর মেডিকেল

কলেজ ও ক্রীড়া পরিকাঠামো নির্মাণ করা হবে। মঙ্গলবার বাজেট পেশ করে জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তিনি বলেছেন, ২১,৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে পিরপাইটিং-তে একটি নতুন ২৪০০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন-সহ বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

কলকাতায় সাড়ম্বরে পালিত হল ১৬৫তম আয়কর দিবস

কলকাতা, ২৪ জুলাই :কলকাতার আইসিসিআর অডিটরিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম আয়কর বিভাগের পক্ষ থেকে ১৬৫তম আয়কর দিবস উপলক্ষে একটি জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এবং অতিথিদের উত্তরীয় দিয়ে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেন্ট্রাল জিএসটি চিফ কমিশনার শ্রবন কুমার, আয়কর বিভাগের প্রিন্সিপাল কমিশনার কৃষ্ণ মোহন দীক্ষিত, জয়েন্ট কমিশনার প্রবীণ কুমার এবং প্রিন্সিপাল কমিশনার ক্যাপ্টেন মন্দন মোহন সিং।রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বাসে এক ভিডিও বার্তায় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বার্তা প্রদান করেন এবং আয়কর বিভাগের কাজের প্রশংসা করেন। কেন্দ্রীয় আয়কর বিভাগের অধ্যক্ষ রবি আগরওয়াল

বিহারে নতুন বিমানবন্দর, মেডিকেল কলেজ এবং ক্রীড়া পরিকাঠামো নির্মাণ করা হবে। বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে বাণিজ্য সহায়তার জন্য বিহার সরকারের অনুরোধগুলি ত্বরান্বিত করা হবে। আমাদের সরকার অন্ধ্রপ্রদেশ পুনর্গঠন আইনে প্রতিক্রিতিগুলি পূরণ করার প্রচেষ্টা করেছে। পুঁজির জন্য রাজ্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে আমরা বহুপাক্ষিক সংস্থার মাধ্যমে বিশেষ আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করব। বর্তমান অর্থবছরে, ১৫ হাজার কোটি টাকা ভবিষ্যতের বছরগুলিতে অতিরিক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যবস্থা করা হবে। আমাদের সরকার পোলাভারম সেচ প্রকল্পের দ্রুত সমাপ্তি এবং অর্থায়নের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা অন্ধ্রপ্রদেশ এবং সেই রাজ্যের কৃষকদের জন্য লাইফলাইন।

জানিয়েছেন, প্রযুক্তির ব্যবহারে আয়কর সংগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।অনুষ্ঠানে কৃষ্ণ মোহন দীক্ষিত এবং প্রবীণ কুমার ট্যাক্স পে সম্পর্কিত কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। আয়কর বিভাগের বর্তমান কর্মকর্তারা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এবং করদাতাদের সেবার মান উন্নয়নের উপর আলোকপাত করেন। নয়াদিল্লিতে এদিন আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এবং অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। এই বছর উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল করদাতাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং করদানের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রচার করা। এছাড়াও ডিজিটাল ও এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে কর ব্যবস্থা আরও উন্নত করার চেষ্টা চলছে।

ট্রাম্পের ওপর হামলাঃ ইস্তফা সিক্রেট সার্ভিসের প্রধান কিশ্বারলির



নিউ ইয়র্ক, ২৪ জুলাই : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর ঘটে যাওয়া প্রাণঘাতী হামলার ঘটনায় শুরু থেকেই প্রশ্ন উঠেছিল নিরাপত্তার গাফিলতি নিয়ে। দিনকয়েক আগে সভায় বক্তব্য রাখার

নূনতম সহায়ক মূল্যঃকৃষক নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : বাজেটে দেয়ার কৃষকদের বর্ধিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের। মঙ্গলবার সংসদে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ হওয়ার পর

থেকেই ‘কুর্সি বাঁচাও বাজেট’ বলে প্রতিবাদে মুখরিত হয়েছে বিরোধী জেটা। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আদায়ের দাবিতে আন্দোলত কৃষক সংস্হাদায়ের নেতাদের সঙ্গে বুধবার

এবছরের বাজেট উন্নয়নের ধারাকে নতুন

নয়াদিল্লি, ২৪জুলাই(পিআইবি) : লোকসভায় পেশ করা ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি সাধুবাদ জানিয়েছেন। বাজেট প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এবছরের বাজেট উন্নয়নের ধারাকে নতুন লক্ষ্যসীমায় পেঁছাতে দিতে বাধ্য। জন্ম্য তিনি সকল নাগরিককে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন এবং তাঁর পুরো দলের এজন্য অভিনন্দন প্রাপ্য। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় বাজেট সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর মানুষের ক্ষমতাবৃদ্ধির পথ গড়ে তুলবে। তিনি বলেন তা গ্রামের দরিদ্র কৃষকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২৫ কোটি মানুষের দরিদ্রাবস্থা থেকে মুক্তিতে নবমুখাবিস্তের উদ্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, এই বাজেট সকলের ক্ষমতায়ন এবং অন্তত কর্মসংস্থান সম্ভাবনার পথ খুলে দেবে। এই বাজেট শিক্ষা এবং দক্ষতা বিকাশকে নতুন সীমায় উত্তোরণ ঘটাবে। উন্নয়িত নতুন প্রকল্পগুলি মধ্যবিত্ত, আদিবাসী সম্প্রদায়, দলিত এবং অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নের পথকেও প্রস্তুত করবে। তিনি আরও বলেন, এবছরের বাজেট মহিলাদের আর্থিক করবে, তার পাশাপাশি ছোট ব্যবসায়ী এবং এমএসএমই ক্ষেত্রে ঋণ পাওয়ার সুযোগ বাড়বে। বাজেটের এই যোগ্য প্রত্যেক জেলায় নির্মাণ এবং রপ্তানির সুযোগ পৌঁছে দেবে বলেও তিনি জানান। এর ফলে, বর্তমান ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আর্থিক অগ্রগতিতে নতুন শক্তির যোগানো সম্ভব হবে। স্বনির্ভরতা ও কর্মসংস্থানকে ক্ষেত্রে সরকারি দায়বদ্ধতার কথা পুনরায় ব্যক্ত করে

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উৎপাদন ভিত্তিক অনুদান প্রকল্প এবং কর্মসংস্থান ভিত্তিক উৎসাহভাতা কোটি কোটি কর্ম যোগ্য তৈরি করবে। এই প্রকল্পের আওতায় কোন তরুণ তরুণী প্রথমবার কাজে যোগদান প্রথম বেতনের ব্যয়ভার বহন করবে সরকার। তিনি উচ্চশিক্ষার সংস্থান এবং এক কোটি যুবক-যুবতী শিক্ষাবিধি প্রকল্পের উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পের আওতায় প্রথম সারির কোম্পানিগুলিতে কাজ করে তরুণ শিক্ষাবিধিদের সামনে উজ্জ্বল সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি হবে। সুস্প্রত্যেক শহর, গ্রাম ও প্রত্যেক গৃহে উদ্যোগপতি তৈরির দায়বদ্ধতার ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১০ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মুদ্রা ঋণে কোল্যাটারাল মুক্ত ঋণের সীমা বৃদ্ধিতে ছোট ব্যবসায়ী মহিলা, দলিত, অনগ্রসর ও অবহেলিত শ্রেণী উপকৃত হবেন। ভাটনারত্নকে বিশ্বের নির্মাণ হাব হিসেবে গড়ে তোলার কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী সঙ্গে এমএসএমই ক্ষেত্রে যোগসুত্র স্থাপন এবং তা থেকে দরিদ্র সম্ভ্রান্তদের কর্মসংস্থানের প্রবৃত্ত সস্তাবনা তৈরী হবে। ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে নতুন শক্তি যোগাতে বাজেটে নতুন প্রকল্পের কথা যোগ্য করা হয়েছে বলে তিনি জানান। এর ফলে, এমএসএমই ক্ষেত্রে ঋণ পাওয়ার সুযোগ বাড়বে। বাজেটের এই যোগ্য প্রত্যেক জেলায় নির্মাণ এবং রপ্তানির সুযোগ পৌঁছে দেবে বলেও তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ই-কমার্স, রপ্তানি হাব এবং খাদ্যের গুণাগুণ পরীক্ষার সুযোগ এবং জেলা এক পণ্য কর্মসূচিতে নতুন গতি সম্ধার করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট

সাপে মানুষে সহাবস্থান ঝঞ্জেশ্বরী নামে পুজিত সাতটি গ্রামে

দুরন্তবারতা,গুসকরা,২৪জুলাইঃ সাপে মানুষের সহাবস্থান পূর্ব বর্ধমান জেলায় সাতটি গ্রামে। যে গ্রামের মানুষ সাপকে মারে তা গাষক ও মানুষকে কামড়ায় না। এইসব সাপ মূলত জনবসতি এলাকায় আশেপাশেই ঘুরে বেড়ায়। বসবাস করে। এর নাম ঝঞ্জেশ্বরী বা ঝাঙুলি দেবী। সাক্ষাত দেবী সারা বছরই দেখা মেলে।জাত কেউটে। গাযের বং ঘন কালাফনা তুলতে পারে। প্রচারের আলোয আমরা পরে বাৎসরক এই গ্রামে এসেছেন। এসে দেখেছেন সাপের বিঘ দাঁত ও বিষের খলির বর্তমান। জিওগ্রাফিক মন চ্যালেলেও এই গ্রামের সাপে মানুষের সব অবস্থান িত্র দেখানো হয়েছে। প্রতিবছর দেখানো হয়। এই সাপের ও মানুষের জীবন যাপন নিয়ে কাহিনী। জীবন্ত আর্শর্ষ দেবী। এই সাতটি গ্রামে ঘুরে বেড়ান।সাতটি গ্রাম পাশাপাশি। মূলত

মানুষ ও সাপে। কেউ কারো ক্ষতি করে না। শোনা যায় বেথুলা বাসর ঘরে কালনাগানিকে এক অভিশাপ দিয়েছিল সেই সাপ নাকি বিষহীন হয়ে যায়। এই গ্রামে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু কালনাগিনী নামে এক বিঘ হিন সাপ দেখা যায়। এই সাপের সঙ্গে এই সাপের কোন মিল নাই। এ মূলত সাপ কেউটে জাতীয় কেলে সাপের মত দেখতে অনেকটা একই রকম। তবে গবেষকদের মতে এই সাপের যথেষ্ট বিষ আছে। এটি কেউটে। প্রজাতি সাপ। কিন্তু গ্রামবাসীদের এইসব গবেষণার বিষয়ে ফল তাদের বিশ্বাস এটুকু টালাতে পারেনি। আজও দেখাশাল এই গ্রামে অবশ্যে বিচরণ করছে এইসব আমি ছবি তুলে এনেছি। এই সাপ সাতটি গ্রামে পুজো হলেও মূলত চারটি গ্রামে এখনো দেখা যায় বড় পশলা ছোট পশলা মশার ও পলসোনা গ্রামে। তবে

গ্রামবাসীদের অনেকের ধারণা অন্য সাপ এখানে বিশেষ দেখা না গেলেও বলা যায় না অন্য সাপের সাথে মিলনে কোন নতুন প্রজাতি হয়ে উঠছে কিনা। সেই নিয়ে নতুন করে গবেষণা দরকার এবং এইসব গুলিকে বিশেষ সতর্কণের ব্যবস্থা করা। যদিও প্রতিবছরই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে দেখা যায়। বহু গ্রাম থেকে বহু দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসে পুজোর সময় জীবন্ত সাপা বহুরই। এই গ্রামে জীবন্ত দেবী ঝঞ্জেশ্বরী বা ঝাঙুলি দেখতে। বর্ষা থেকে বা সারা বছরই মনসা পুজো পঞ্চমী নবমী সংক্রান্তিতে বিভিন্ন গ্রামে হয়ে থাকে মনসা পুজো বেশিরভাগ গ্রামেই অনেকবারইএইগ্রাম মনসা দেবী হিসেবে পুজিত হয়। সেইসব গ্রামের গুলি থেকেএকটিজি আলাদা সঙ্ক্ষে সাপকেই দেবী হিসেবে পুজিতে হয় সাপ মানুষের সখী ঝঞ্জেশ্বরীঘুরে বেড়ায়। সাপে মানুষের একসাথে সব অবস্থান করে বা কাছে

বুধে সংসদ চত্বরে বাজেট নিয়ে বিক্ষোভ ইন্ডি জোটের



নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : গত মঙ্গলবার তৃতীয় এনডিএ-র সরকারের প্রথম বৈঠক বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। বাজেটে বৈষম্যের অভিযোগে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলো। তাদের অভিযোগ, জোটের যে দুই শরিকের হাত ধরে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসেছে এনডিএ, সেই টিডিপি এবং জেডিইউ সরকারের সংসদ চত্বরে জেটা হয়ে বিরোধী সাংসদেরা।এদিন কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড্গা থেকে শুরু করে ভূণমুলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন, মহুয়া মৈত্র-সহ অন্যান্য সাংসদরা সামিল হন বিক্ষোভে। উল্লেখ্য, বাজেট শেখ হওয়ার পর মঙ্গলবার সন্ধ্যাতেই দিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতি খাড্গার বাসভবনে বৈঠকে বসেছিলেন বিরোধীদের মিলিত মণ্ড ইন্ডি জোটের নেতারা। সেই বৈঠকেই স্থির হয়, বুধবার সংসদ ভবন চত্বরে এই বিক্ষোভ কর্মসূচির বিষয়ো।

নাগাড়ে বৃষ্টি রাজধানীতে, সতর্কতা জারি দেশের একাধিক রাজ্যে

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : একটানা প্রবল বৃষ্টি। নিম্নমুখী তাপমাত্রার পারদ। জলহাওয়া স্ব্স্থি দিলেও ভোগাতি পোহাতে হচ্ছে স্থানীয়দের। বুধবারেও অলমহা পল্লির রাস্তাঘাটা। যার জন্য যানজটের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে একাধিক ব্যস্ত রাস্তায়। বুধবারও দিল্লিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। হাওয়া অফিস সতর্কতা জারি করেছে।অন্যদিকে বুধবার মুম্বইয়ে আরব সাগরে জেলেজাহাসের আশঙ্কা রয়েছে। উপকূল সংলগ্ন বাসিন্দাদের সতর্ক করেছে সভাপতি। মৌসম ভবন সূত্রে খবর, এদিন গোয়া, মহারাষ্ট্র, গুজরাটের একাধিক জায়গায় অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পরেই একাধিক রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিক্ষুব্ধভাবে মামারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। অন্যদিকে আন্দামাদাদতে, বানভাসী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত গুজরাট। ইতিমধ্যেই জলের তলোয় বহু গ্রাম। ঘরবাড়ি সাধারণ মানুষ। বিপাকে আশ্রয়নতা। ডিটোর্মাটি হারিয়েছেন অনেকেই। বুধবার জানা গেছে, প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন গুজরাটের মুলিযাসা গ্রাম। এই প্রাচের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। আর এই বিপদে এগিয়ে এসেছেন পাশের গ্রামের মানুষেরা। জল পরিয়ে বাড়ি বাড়ি খাবার এবং পানীয় জল পৌঁছে দিচ্ছেন একদল যুবক। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ইি ভিডিয়ো। এদিকে জলের তোড়ে গবাদি পশু ভেঙ্গে যেতেও দেখা গেছে।উল্লেখ্য, প্রবল বৃষ্টিতে গুজরাটের দ্বারকার মঙ্গলবার ভেঙে পড়ে একটি আবাসন। এই ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র আধিকারিক বিপিন কুমার বলেন, আবাসন ভেঙে পড়ার খবর পেয়েই আমাদের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। আমরা ধ্বংসস্তূপ থেকে তিনজনকে উদ্ধার করেছি।

স্কুলে বৃক্ষরোপণ উৎসব ঘিরে খুদে পড়ুয়াদের উদ্দীপনা

নববাবারকপুর,২৪জুলাইঃএকটি গাছ। একটি প্রাণ।গাছ লক্ষ্যনা।প্রাণ বাঁচান।বাবরপুরে হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রকৃতির ভার্যায়মা ফল্গুরোপণ একান্ত জরুরী।বুধবার সকালে ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে চাঁদপুর লেনিগাওর এমজেএনএম মর্ডান স্কুলে বৃক্ষরোপণ উৎসব ঘিরে খুদে পড়ুয়াদের উদ্দামনা উচ্ছাস ছিল চোখে পড়ার মতো। সকালে খুদেরা বিদ্যালয়ের প্রার্থনা লাইনে হাতে চারাগাছ নিয়ে দাড়িয়ে প্রভাতী সংগীত এক অভিব্য দৃশ্য। বিদ্যালয়ে প্রাদ্ধণে দেবদারু মেহনগী শিশু সহ বিভিন্ন চারাগাছ রোপন করলেন ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী,বিলপালা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রাধা অঞ্জলি টেউরি, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুজাতা হালদার সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা ও

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের দুই প্রাধী মনোনয়ন প্রতিষ্ঠা করার করেছেন, জানান রিটার্নিং অফিসার

আগরতলা, ২৪জুলাই : ত্রিভ্ররীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে গত সোমবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের দুই প্রাধী মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করেছেন বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং অফিসার ড. বিশাল কুমার।তিনি জানিয়েছেন, বিজেপির পক্ষ থেকে ১৭ জন প্রাধী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। সিপিআইএমের পক্ষ থেকে ১৭ জন এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ১৩ জন প্রাধী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু সিপিআইএমের দুই মনোনীত প্রাধী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তাঁরা ১৪ নম্বর আসনের প্রাধী পিপুি দেবনাথ এবং অপরজন ১৬ নম্বর আসনের সিপিআইএম প্রাধী পায়েল দাস। তাঁরা ব্যক্তিগত কারণে দেখিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।প্রসঙ্গত, আগামী ৮ আগস্ট সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ত্রিভ্ররীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। ভোটাগণনা হবে আগামী ১২ আগস্ট। সকাল ৮-টা থেকে ভোট গণনা শুরু হবে। আগামী ১৭ আগস্টের মধ্যে সমস্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। ভোট নেওয়া হবে ব্যালট শেপারের মাধ্যমে। একজন ভোটার তিনটি ভোট প্রদান করবেন। এর জন্য তিনটি আলাদা রঙের ব্যালট পেপার থাকবে। প্রথম পঞ্চায়েতের জন্য সাদা, পঞ্চায়েত সমিতির জন্য গোলাপী এবং জেলা পরিষদের জন্য সবুজ রঙের ব্যালট পেপার থাকবে।ত্রিপুরায় ৬০৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩,৫১৭টি কেন্দ্রের ৬,৩৭০টি আসনের, ৩৫টি পঞ্চায়েত সমিতির ৪২৬টি কেন্দ্রের ৪২৬টি আসনের এবং এছাড়া জেলা পরিষদের ১১৬টি কেন্দ্রের ১১৬টি আসনের জন্য ভোট নেওয়া হবে।এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুসারে ১২,৯৪,১৫৬ জন ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬,৫৮,৪৪৫, মহিলা ভোটার ৬,৩৫,৬১৭ জন এবং অন্যান্য ১১ জন।এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হবে ২,৬৫০টি। এর মধ্যে উত্তর ত্রিপুরায় ৬৪৭টি, উনকোটি জেলায় ২৬৪টি, ধলাই জেলায় ১৬৮টি, খোয়াই জেলায় ৪৪২টি, পশ্চিম জেলায় ৪৪১টি, সিপাহীজলা জেলায় ৫৩৭টি, গোমাই জেলায় ২৭১টি এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৩৯২টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র খোলা হচ্ছে।

ভারতীয় দলের নতুন কোচ মানালো পরিসংখ্যানে এগিয়ে মার্কেজ স্টিম্যাচের চেয়ে

কলকাতা, ২৪ জুলাই : আইএসএলের এফসি গোয়ার কোচ মানালো মার্কেজকে ভারতের ফুটবল দলের প্রধান কোচ হিসেবে চূড়ান্ত করেছে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন।পরিসংখ্যানের বিচারে জয়ের হিসেবে মানালো অনেক এগিয়ে ইংলোরের চেয়ে। কোচিং কেরিয়ারে স্টিম্যাচ শতকরা ৩০.৮ শতাংশ ম্যাচে জয়লাভ করেছেন। ২০১৯ সাল থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ভারতের কোচ হয়ে ৫৩টি ম্যাচের মধ্যে জয়ের হার পেয়েছেন তিনি। এরা ম্যাচে ড্র ও পরাজয় যথাক্রমে ১৪টি ও ২০টি ম্যাচে।অন্য দিকে নতুন কোচ মানালো মার্কেজ তাঁর কোচিং কেরিয়ারে জিতেছেন মোট ৪৬.৬৭ শতাংশ ম্যাচ। সব মিলিয়ে হাশের বেশি ম্যাচ খেলানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। বর্তমানে এফসি গোয়ার হয়ে প্রায় ৫৮ শতাংশ ম্যাচে জয় পেয়েছেন তিনি। এর আগে হায়দরাবাদকে কোচিং করিয়ে জিতেছিলেন ৪৮ শতাংশ ম্যাচ। সুতরাং পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট কোচিং কেরিয়ারে অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে মানালো মার্কেজের।

এই বাজেট জনগণের নয়ঃমমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ জুলাই : এই বাজেট জনগণের নয়। গত মঙ্গলবার বাজেট নিয়ে এমনটাই মন্তব্য করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে কেবলমাত্র একটি দলের জন্য এই বাজেট গড়া হয়েছে। জনস্বার্থ বিরোধী এই কেন্দ্রীয় বাজেট। গরীবের জন্য এই বাজেটে কোনও আর্থিক সংস্থান নেই। প্রতিবেশী সিকিমের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এই বাজেটে। অথচ দার্জিলিং এর জন্য কোনও বরাদ্দ নেই। এ নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন তিনি। পাহাড়ের ভেত। নিয়ে জিতেছে বিজেপি। সে সব ভুলে গেছে।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন এক সাবাদিক সম্মেলনে বিধানসভায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। বাংলাকে সম্পূর্ণভাবে বর্ধিত করা হয়েছে। বরাদ্দ করা হয় নি কোনও অর্থ। বাংলার সম্মান নেই। আশা করি, বাংলার মানুষ কোনও এ নিয়ে ছেড়ে কথা বলবে না। শেয়ার দুর্নীতি প্রকাশ্যে। অন্ধ্রপ্রদেশ ও বিহারে টিকা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাজেট এদিন ঘোষণা করা হয়েছে, তিনে কোটি বাড়ি দেওয়া হবে। যদিও খাদ্যে কোণও অনুদান নেই। নদী মাতৃক দেশ বাংলা। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করতে অর্থ দরকার। কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নেই। পরিকল্পিত ভাবে বাংলাকে একা করে দেওয়া হয়েছে। ১ লাখ ৭১ হাজার কোটি টাকা বক্ষ্যার রয়েছে। জিএসটি তুলে নিচ্ছে। রাজ্য সরকার পাবে না।

অবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে, এমনই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আশেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৬ শতকরা এবং ৭২ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮ টা ২৫ মিনিট এবং রাত ৯টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ৩টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় হবে ৫টা ০৬ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬ টা ২০মিনিট ।

রাশিফল

মেঘরাশিঃবহুদিনের কোনও ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। গৃহ- সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় না করাই ভালো। বিভিন্ন সূত্র থেকে অর্থাগম হতে পারে।

বৃষ রাশিঃকর্মক্ষেত্রে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করুন। উচ্চপদে কর্মকর্তাবৃন্দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে নিজের কাজ সম্পন্ন করুন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন। শিথুনঃঅতিরিক্ত ব্যয়ের ফলে সংশোধন অর্থকষ্ট আসতে পারে। বাবার শরীর সামান্য খারাপ হলেও দৃষ্টিস্তার কোনও কারণ নেই। চাকিররত জাতক-জাতিকাদের কর্মে উন্নতি সম্ভব।

কর্কট রাশি : বাবসায় বাধার মধ্যে অগ্রগতি। ব্যবসায়ীদের এই সম্ভ্য। বাড়তি চাপ থাকলেও পুরনো টাকা আদায়ের ফলে ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধ। সিংহ রাশিঃ আপনার জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে। এই সময় শেয়ারে বিনিয়োগের ফলে বাড়তি উপার্জন হতে পারে। সড়কপথে কোনও ভ্রমণের পরিকল্পনা করবেন না।

কন্যা রাশিঃআপনার আর্থিক অবস্থা খুব একটা অনুকূলে থাকবে না। স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতার জন্য অতিরিক্ত অব্যয় হতে পারে।

তুলারাশিঃ কিছু পরিবর্তন আসবে। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে নতুন করে বহুদিন বাদে সম্পর্ক তৈরি হবে।

বৃশ্চ রাশি : অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার সময় অসুস্থতার জন্য পরীক্ষার ফল খুব একটা ভালো হবে না।

ধনু রাশি : প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সংগঠিত চলবে। কর্মপ্রাধীরে নতুন কাজের সুযোগ আসবে।

মকর রাশিঃ অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিযোগ্য। এই সময় কর্মে উন্নতি ও আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্য করা যায়। বাবা-মায়েরা সন্তানকে প্রতি সচেতন হবেন।

কুন্ত রাশি :রোজগারের নতুন দিক এই সময় খুলতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাক্-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ার ফলে পদোন্নতি আটকে যেতে পারে। বয়ঃসন্ধি সন্তানের অতিরিক্ত বন্ধুবান্ধব আপনার সন্তানকে কুপথে চালিত করতে পারে।

মীন রাশিঃ অত্যধিক ব্যয়ে নজর দেওয়া দরকার। এই সময় মনের কোনও ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। জাতক-জাতিকার শর্করা বৃদ্ধি ও রক্তচাপ সাময়িক অসুবিধায় ক্ষেপতে পারে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা দোকানে ন্যায্যমূল্যের ফসল বিক্রি করার চেষ্টা করুন। সন্তানের কর্মপ্রাধির খবরে সকলে আনন্দে এফসি গোয়ার হয়ে প্রায় ৫৮ শতাংশ ম্যাচে জয় পেয়েছেন তিনি। এর আগে হায়দরাবাদকে কোচিং করিয়ে জিতেছিলেন ৪৮ শতাংশ ম্যাচ। সুতরাং পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট কোচিং কেরিয়ারে অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে মানালো মার্কেজের।

ময়দান মেট্রো স্টেশন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক



দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাই : কিছু সংবাদপত্র ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বিগত দু’দিন ধরে একটি সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে যে ময়দান মেট্রো স্টেশন বাইরে থেকে জল ঢোকার কারণে ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং নিত্যযাত্রীরা এর ফলে সমস্যায় পড়ছেন। এটি একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও দূরভাস্কিমূলক সংবাদ। কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ময়দান মেট্রো স্টেশন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে। এই স্টেশন অন্যান্য সময়ের মতো এখনও নিত্যযাত্রীদের পক্ষে সমান স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, নিরাপদ ও সুরক্ষিত। এই স্টেশনের ডি ওয়ালে কোনো সমস্যা নেই। নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রেও নেই কোনও সমস্যা। প্ল্যাটফর্ম বা টিকিট কাউন্টার জলপ্লাবিত হওয়ার বা স্টেশনে ঢোকার সময় মেট্রো রেকের স্নান করার খবর অতিরঞ্জিত এবং সম্পূর্ণ কাল্পনিক। মেট্রো কর্তৃপক্ষ সমস্ত স্টেশনের রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত ও সমান যত্ন নিয়ে করে থাকেন। কোথাও কোনও ত্রুটি দেখা গেলে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার স্বার্থে তা অতি দ্রুত মেরামত করা হয়। সমস্ত মেট্রো যাত্রীদের এই মিথ্যা সংবাদ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে ও বিভ্রান্ত হা হতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি



দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাই : বুধবার উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। সমুদ্র উত্তাল হতে পারে। ২৫ জুলাই পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়েছে। তার প্রভাবে কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বিগত কয়েকদিন সমুদ্র উত্তাল রয়েছে। এদিন ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো

হাওয়া বইতে পারে উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপরে। কোথাও কোথাও দমকা হাওয়ার বেগ পৌঁছতে পারে ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটারেও। এই পরিস্থিতিতে ওই এলাকার সমুদ্র বুধবারও উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা। আগামী ২৫ জুলাই পর্যন্ত উত্তাল থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে। হাওয়া অফিসের তরফে মৎস্যজীবীদের বুধবারও গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

উত্তর-দক্ষিণ উভয় বঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাই : বুধবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যু সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দুই মেদিনীপুর, হুগলি এবং পূর্ব বর্ধমান-এ। এদিন কলকাতাতেও বৃষ্টি চলবে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে এদিন শহরে। অঞ্চলিকভাবে কোনও কোনও জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হবে। সারাদিন আকাশ মেঘলা থাকবে। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় অস্বস্তিও বহাল থাকবে বলে জানা গেছে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে। এদিকে উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি এই জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি চলবে আপাতত। বুধবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ সহ মাঝারি বৃষ্টি মালদা ও দুই দিনাজপুরেও হওয়ার সম্ভাবনা।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলছে যাতায়াত,প্রশাসনের সতর্কবার্তা জারি



দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ জুলাই : মঙ্গলবার রাতভর টানা বৃষ্টির জন্য জল বাড়ল গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের কাথুয়া খালের জল। খালের জল বাড়ায় বুধবার সকাল থেকে ব্লকের তপসিয়াতে ৯ নম্বর রাজ্য সড়কের উপর থাকা কজওয়ার উপর দিয়ে বইছে খালের জল। ইতিমধ্যে প্রায় এক ফুটের উপর উচ্চতা নিয়ে কজওয়ার উপর জল বইছে। কজওয়ার উপর খালের জল পার করায় গাড়ি চলাচলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিচ্ছে প্রশাসন। শুধুমাত্র বড় গাড়ি লরি কিংবা বাস ছাড়া কিছু ছোট গাড়ি নিজস্ব সাবধানতা অবলম্বন করে যাতায়াত করছে। অপরদিকে খালের জল বাড়ায় অপ্রিতিকর ঘটনা এড়াতে সতর্ক রয়েছে প্রশাসন।

কৃষ্ণদাস পালের ১৪০-তম মৃত্যুবার্ষিকীতে সমাবেশ ও শ্রদ্ধা

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাই : তারতবর্ষে বৃষ্টিশ ঔপনিবেশিক শক্তির কাছ থেকে প্রথম হোমরুলের দাবীদার, ‘পেট্রিয়ার্ট’ পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের ১৪০-তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার কলেজ ষ্ট্রীটে এক সমাবেশে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। নিজে নামের বানান লিখতেন কৃষ্টদাস। অনেকে সেই নামই লেখেন। এদিনের সমাবেশে তার মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করেন প্রাক্তন রাজ্যপাল ও প্রাক্তন বিচ্যাপতি শ্যামল কুমার সেন, স্থানীয় পৌরমাঠা সুপর্ণা দত্ত প্রমুখ। এবছর ‘কৃষ্ণদাস পাল স্মারক বক্তৃতা’ দেন বিশিষ্ট গবেষক সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়। সুস্বাগতবাবুর আলোচনার বিষয় ছিল ‘জাতীয়তাবাদ জাতি গঠন এবং সুশাসনের ভাবনায় কৃষ্ণদাস পাল’। তিনি বলেন, কৃষ্ণদাস পাল উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদের উষা লগ্নে বাংলা তথা ভারতে সাংবাদিকতার জগতে বার্তাশ্রু ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংঘাত ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন। তাঁরকালকার প্রেস অ্যাণ্ড-এর বিরোধিতা করে ‘হিন্দু পেট্রিয়ার্ট’ পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে সমালোচনার জন্য তাকে বৃটিশ সরকারের পক্ষে ভয়ংকর বলে মনে করা হয়েছিল। আইনসভা এবং কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানে দেশের জনগণের স্বার্থ রক্ষায় তার অবদান জাতি কখনও ভুলতে পারে না। শিক্ষা, সমাজ সংস্কার এবং দেশবাসীর প্রতি সেবা করার মনোভাব সম্পর্কে সম্মানীয় বক্তারা আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ‘ কৃষ্ণদাস পাল স্মৃতি সংসদের সম্পাদক ডাঃ কুমার কিশোর পাল।

ভরা কোটালের ভয়াল স্রোতে ভাঙল বাঁধ, জলের তলায় পাথরপ্রতিমা ও মৌসুমী দ্বীপ

দূরন্ত বার্তা, ডায়মন্ডহারবার,২৪ জুলাই : দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিরমা গোবর্ধনপুর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হল। জলের তলায় গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা চলে গিয়েছে। বাড়িঘরে জল ঢুকে বিপন্ন সেখানকার গোট। জনজীবন।

নোনা জল ঢুকেছে চাষের জমিতেও। মাথায় হাত স্থানীয় বাসিন্দদের। গত মঙ্গলবার কোটালের ভয়াল স্রোতে পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি-প্লটের গোবর্ধনপুরে ১০০০ মিটার বাঁধে ডাঙন শুরু হওয়ায় আতঙ্ক ছনিয়ে পড়েছে গ্রামবাসীদের। স্থানীয় বিধায়ক সমীর কুমার জানা বলেন, ৭০০-৮০০ মিটার বাঁধে ডাঙন হয়েছে। বেশ কিছু এলাকায় বাঁধ পুরোপুরি ভেঙে গিয়েছে। কিছু এলাকা বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বিষয়টি সেচ দপ্তরের নজরে আনা হয়েছে। আপাতত অস্থায়ীভাবে বাঁধ মেরামত হবে। খুব শীঘ্রই তৈরি হবে স্থায়ী বাঁধ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূলীয় এলাকার শেষ প্রান্ত এই গোবর্ধনপুর। বছর কয়েক আগেই ওই বাঁধের কাজ শেষ হয়। কিন্তু ফের বাঁধের ডাঙনে উদ্বিগ্ন এলাকাবাসী। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন, বাঁধের কাজ ঠিকমত না হওয়ায় বারবার বাসিন্দাদের বিপদের মুখে পড়তে হচ্ছে। এদিকে এদিন কোটালের ঢেউয়ে ওই এলাকার অনেক বাড়িতেই জল ঢুকে গিয়েছে। নোনা জলে ক্ষতি হয়েছে চাষের জমি। পুকুরে নোনাজল ঢুকে ক্ষতি হয়েছে মাছ চাষেরও। তাই এবার কংক্রিটের পাকাপোক্ত বাঁধের দাবিতে সরব হয়েছেন গ্রামের মানুষ। অন্যদিকে, এদিনও গঙ্গাসাগরে মেলার দুই থেকে পাঁচ নম্বর রাস্তায় বাঁধে ডাঙন অব্যাহত। দুর্ঘটনা এড়াতে মোতায়েন রয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। রয়েছে পুলিশ নজরদারি। বিপজ্জনক এলাকায় পর্যটক ও পূণ্যার্থীদের স্রানে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। প্রশাসনের তরফে হচ্ছে মাইকে প্রচার করা হচ্ছে।ম্রমণ পিপাসু বাঙালির অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র মৌশুন্নী পর্যটন কেন্দ্র। দীঘা,পুরী দার্জিলিং এর মতনই বাঙালির মনে জায়গা

স্ট্রীকে প্রাণে মারতে সুপারি কিলার এনে খুনের চেষ্টা করল তার স্বামী

দূরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২৪ জুলাই : স্বামীর পরকীয়া সম্পর্কে বাধা দেওয়ায় স্ট্রীকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে সুপারি কিলার এনে খুনের চেষ্টা স্বামী। পুলিশের তৎপরতায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার সুপারি কিলার ও অভিযুক্ত স্বামী। ঘটনায় চাঞ্চল্য বারুইপুর থানা এলাকার বেলেগাছিতে। অভিযুক্ত স্বামী নুর হোসেন ফকির। তার বাড়ি জীবনতলা থানা এলাকায়। তার সাথে আড়াইবছর আগে সন্তোষপুর এলাকার বাসিন্দা আসমান বিবির বিয়ে হয়। বিয়ের পর পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে নুর। স্বামীর প্রেমে বাধা দেয় আসমান বিবি। এই নিয়ে শুরু হয় পারিবারিক অশান্তি। ঘটনার সময়সার সমাধানে আসমান বিবির দাদুর বাড়ি বারুইপুর থানা এলাকার বেলেগাছির নবপল্লীতে সালিশি সভা ডাকা হয়। সভা পরিচাল দিয়ে সেই সালিশি সমস্ত সুপারি কিলার নিয়ে যায় স্বামী। চিৎপুর থানাতেএলাকার বাসিগ্দা সাহিল খান এলাকায় কুখ্যাত দুন্দুভি হিসেবে চিহ্নিত। তাকে ভাড়া করে নিয়ে আসে নুর। সোর্স

সাইবার প্রতারণার তদন্তে নেমে বড়সড় সাফল্য পেল রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাই : সাইবার প্রতারণার তদন্তে নেমে বড়সড় সাফল্য পেল রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। একসঙ্গে হরিয়ানা ও দিল্লির দুটি জায়গায় অভিযান চালিয়ে দুই প্রধান অভিযুক্ত মণীশ কুমার ও সত্যেন্দ্র মাহাতোকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ক্রিস্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগে বিপুল লাভের লোভ দেখিয়ে প্রতারণা করেছেন। ধৃতদের ট্রানজিট রিমান্ডে রাজ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। অভিযুক্তদের ১২ দিনের সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, মণীশের বাড়ি হরিয়ানার ফরিদাবাদে। সত্যেন্দ্র দিল্লির নিহারে, বিহারের বাসিন্দা। অভিযুক্তরা ক্রিস্টোকারেন্সির মাধ্যমে দেশজুড়ে প্রতারণা চক্র চালাচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। বেশ কয়েকদিন আগে চন্দননগরে এক বাসিন্দা সাইবার থানায় অভিযোগ জানান। তাঁর অভিযোগ,

ক্রিস্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগে বিপুল লাভ দেখিয়ে প্রতারণা করা হয়। তদন্তে নামে সাইবার সেলা। তদন্ত ভার যায় রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের হাতে। তাঁরা তদন্তে নেমে জানতে পারেন এই প্রতারণা চক্রের জাল ছড়িয়ে রয়েছে রাজ্য নয় দেশজুড়ে। সেই সূত্র ধরেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাতে থাকেন তদন্তকারীরা। প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে দুই প্রধান অভিযুক্তের বর্তমান অবস্থান জানতে পারেন তারা। সেই অনুযায়ী, তদন্তকারীরা হানা দেন ফরিদাবাদ ও নিহার বিহারে। সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় দুজনকে। যাদের নাম মণীশ কুমার ও সত্যেন্দ্র মাহাতো। গোয়েন্দা সূত্রে আরও জানতে পারা গিয়েছে, ধৃতরা দেশ জুড়ে সাইবার প্রতারণা খুলে প্রতারণার কাজ করছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় অন্য রাজ্যের বহু বাসিন্দা এই চক্রের শিকার হয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের একই রকম ভাবে প্রতারণা করা হয়েছে। অভিযুক্তদের জেরা করে চক্রের পশ্ছাদ্ধে জড়িত বাকিদের বিষয়ে পুলিশ জানার চেষ্টা করছে।

রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট আনতে গিয়ে রাজনৈতিক রোষে পড়তে হলো ছাত্রীর মাকে

দূরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনার, ২৪ জুলাই : অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীর সন্ধে নিয়ে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট আনতে গিয়ে রাজনৈতিক রোষে পড়তে হলো ওই ছাত্রীর মাকে। বসিরহাটের পাটলীখানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রেজিনা বিবির স্বামী উম্মিহ্মিতিতে পঞ্চায়েত অফিসে সেলিম মোল্লা জানিয়ে দেন পঞ্চায়েত থেকে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট নিতে গেলে নরেন্দ্র মোদীর কাছে যান। আপনারা বিজেপি করেন আপনাদের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না। ওই ছাত্রীর মাকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করেন ওই ব্যক্তি। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী নীলাদ্রিতা ভূঁইয়ার মা, অনিমিতা ভূঁইয়ার অভিযোগ, তার মেয়ে বৃত্তি পরীক্ষা দেবেন। পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট আনতে যান মেয়েকে

সার্টিফিকেট আনতে যান মেয়েকে সন্ধে করে। সেই সময় পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী উপস্থিতিতে সেলিম মোল্লা বলেন আপনারা বিজেপি করেন আপনাদের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না, প্রধানমন্ত্রী কাছে যান তিনি সার্টিফিকেট দেবেন। এছাড়াও তাকে অবভ্য ভাষায় আক্রমণ করা হয়। অবশেষে মেয়ের রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট না পেয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন এরপর বিভিন্ন হাসানবাদ এসডিও বসিরহাট সহ একাধিক প্রশাসনিক দপ্তরে লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন তারা। অনিমিতা ভূঁইয়া বলেন পঞ্চায়েত অফিসে জনসাধারণের জন্য। সেখানে এই ধরনের আচরণ শোভনীয় নয়।এক অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী বৃত্তি পরীক্ষা দেবে তার সন্ধেও রাজনীতি করছে। তবে এ বিষয়ের সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন অভিযুক্ত সেলিম মোল্লা,

লিভার ক্যান্সার গবেষণায় মেলবোর্ন থেকে ডাক পেলেন শর্মি সরদার

দূরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনার, ২৪ জুলাই : গবেষণায় মেলবোর্ন থেকে ডাক পেলেন বসিরহাটের মেয়ে শর্মি সরদার। অনলাইনে পরীক্ষা দিয়েই বাঁজিমাতে করেছেন বসিরহাটের কচুয়া আমটোনা এলাকার কৃতি ছাত্রী। লিভার ক্যান্সার নিয়ে গবেষণা করতে চান তিনি। শর্মীর আশা, একদিন গবেষণায় সাফল্য আসবে। মানুষের জন্য কিছু করার ইচ্ছে রয়েছে এই বাঙালি কৃতি গবেষকরা। উত্তর ২৪ পরগনার

বসিরহাট ২ নং নম্বর ব্লকের কচুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আমটোনা এলাকার বছর ২৭ এর ছাত্রী শর্মি সরদারের গবেষণায় আলাদা কিছু করার বরাবরই হচ্ছে ছিল। এরমধ্যে ইকসরায়েলের হিব্রু ইউনিভার্সিটি থেকে নতুন কিছু করার দিশা দিয়েছেন। বিশ্বের নামী প্রতিষ্ঠান মেলবোর্ন মহা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করা দীর্ঘদিনের আশা তাঁর। সেইমতো অনলাইনে পরীক্ষাও দেন তিনি তাতে সাড়া মিলেছে। মূলতঃ লিভার

করে নিয়েছে মৌশুন্নী দ্বীপ। বছরের বেশিরভাগ সময় এই দ্বীপে লেগে থাকে পর্যটকদের ভিড়। একদিকে চিনিই নদী অন্যদিকে মুড়িগঙ্গা এবং অন্যদিকে বঙ্গোপসাগর কার্যত তিনদিক জল মাঝখানে ছোট একটি দ্বীপ।

প্রতিবছর বর্ষা এলে মৌশুন্নী দ্বীপের বাসিন্দারা আতঙ্কে থাকেন। দ্বীপ বাসীর আতঙ্কের অন্যতম কারণ হলো নদী বাঁধ ভাঙনা। চারিদিকে নদী কিন্তু নেই কোন স্থায়ী কংক্রিটের বাঁধ। স্থায়ী কংক্রিটের বাঁধ না থাকার কারণে প্রতিবছর বর্ষার সময় কিংবা ভরা কোটালে নদী বাঁধে ডাঙন দেখা দেয়। নদীর নোনা জল প্রবেশ করে বিভিন্ন কটেজ ও সাধারণ মানুষের ফসলের জমিতে। ফলে নষ্ট হয়ে যায় পর্যটন কেন্দ্র গুলি এবং নষ্ট হয়ে যায় সাধারণ মানুষের ফসল। তেমনি পূর্ণিমার ভরা কোটাল আর নিম্নচাপের জোড়া ফালায় মৌশুন্নী দ্বীপে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ নদী ভাঙন। মৌশুন্নী দ্বীপে বটতলা নদীতে প্রায় ৮০০ মিটার মাটির তৈরি নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হলে গোটা এলাকা। আর এতেই আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের দাবি অবিলম্বে নদী বাঁধ মেরামতি না করলে গোটা মৌশুন্নী দ্বীপ নদী গর্ভে অচিরে বিলীন হয়ে যাবে। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নামনালা পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ প্রভনঞ্জন মন্ডল। সব কিছু সরেজিমনে দেখার পর অবিলম্বে অস্থায়ীভাবে বাঁধ মেরামতির জন্য উদ্যোগী হন। তিনি জানান পূর্ণিমার ভরা কোটালের জেরে নদীতে জলস্ফূর্তি দেখা দিয়েছিল তার ফলেই নদী বাঁধ ভেঙে এলাকায় জল প্রবেশ করছে। খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে। কিন্তু এলাকাবাসীদের আতঙ্ক যেন পিছু ছাড়ছেন। তাদের দাবী এই নদী ভাঙন রূপতে স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ একমাত্র সমাধান। স্থায়ী কংক্রিটের নদীবাঁধ করতে কবে উদ্যোগী হয় প্রশাসন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে মৌশুন্নী দ্বীপের কয়েকশো পরিবার।

কলকাতা-ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস বাতিল

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাই : বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত বার্তার অনুযায়ী, ১৬১০৯ কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস কলকাতা থেকে ২৬.০৭.২০২৪ তারিখে ছাড়ার কথা ছিল এবং ১৬১০৭ ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস ২৬.০৭.২০২৪ তারিখে কলকাতাতে পৌঁছানোর কথা ছিল, সেটি বাতিল থাকবে। নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে বাতিল ট্রেনের ভাড়া সম্পর্ক অর্থ ফেরত দেওয়া হবে ১. কলকাতা শহরের সংশ্লিষ্ট টিকিট কাউন্টার থেকে কেনা টিকিটের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত শুধুমাত্র কলকাতার বিশেষ টিকিট কাউন্টার গুলিতেই প্রদান করা হবে। ২. হারানো মিসপ্লেসড টিকিটের কোনো ফেরত দেওয়া হবে না। ৬. বিদেশি পর্যটকদের কাউন্টারে পিআরএরের কার্যক্রমের সময়ের মধ্যেই টিকিটের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। চিডিআর ইস্যু করা হবে না। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার এক্তিয়ার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে

ডাক্তারির সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট তুলে দিয়ে ফের রাজ্যগুলির হাতে ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার এক্তিয়ার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে রাজ্য বিধানসভায় আজ এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। একটি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে সর্বভারতীয় নিট পরীক্ষার আয়োজন করে কেন্দ্রীয় সরকার লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে ওই প্রস্তাবের অভিযোগ করা হয়েছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাতা বসু নিট পরীক্ষা নিয়ে বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, নিট নিয়ে গন্ডগোলের দুটো খাপ বা স্তর আছে। একটা প্রেস, আরেকটা নাম্বার জালিয়াতি। লুকিয়ে চুরিয়ে বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীকে প্রেস দেওয়ার ফলে ২৪ লক্ষ পড়ুয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে তিনি অভিযোগ করছেন।

হাওড়া স্টেশনে আরপিএফের হাতে গ্রেপ্তার গাঁজা সহ দুই মহিলা



দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাই : হাওড়া স্টেশনে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ) একটি বড় মাদক পাচারের প্রচেষ্টা সফলভাবে ব্যর্থ করেছে। ২২.০৭.২৪ তারিখে, হাওড়া আরপিএফের সতর্ক কর্মকর্তারা এবং কমীরা সাবওয়ে দিক থেকে একাধিক ভারী ট্রলি নিয়ে দুটি মহিলাকে প্রবেশ করতে দেখে সন্দেহজনকভাবে তাদের লক্ষ্য করেন। অসাধারণ সতর্কতা প্রদর্শন করে, আরপিএফ দলটি তাদের অনুসরণ করে এবং আটক করে। প্রশ্ন করার পর, মহিলারা স্বীকার করেন যে তাদের ট্রলিগুলিতে গাঁজা রয়েছে। আরপিএফের দ্বারা একটি সম্পূর্ণ অনুসন্ধানে মোট ৬৫ কেজি গাঁজা পাওয়া যায়। দুই মহিলাকে এবং বাজেয়াপ্ত গাঁজাকে আইনি ব্যবস্থার জন্য নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি) এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। পূর্ব রেলওয়ে আরপিএফ কর্মকর্তাদের এবং কমীদের দ্রুত পদক্ষেপের মাধ্যমে গ্রেফতার জন্য প্রশংসা করে, যা অবৈধ পদার্থের পরিবহন প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই ঘটনা পূর্ব রেলওয়ের যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করার এবং রেলওয়ে পরিষেবার সততা বজায় রাখার অটল প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করে।

শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘিরে সভা কলকাতায়

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাই : কলকাতার গিরিশ পার্কে অবস্থিত প্রোগ্রেসিভ হল, কলকাতা শিল্পকলা অ্যাকাডেমি ও বিশ্ববৈশ্য পরিষদের যৌথ উদ্যোগে, বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘিরে একটি সভার আয়োজন করা হয়। তার সপরিবারে শূন্যস হত্যার পটভূমিতে সহিদ রহমান রানা করেছেন একটি উপন্যাস। নাম মহামানবের দেশে। পাশাপাশি দেখানো হয় তিনটি টেলিছবিও-‘আমি মায়ের কাছে যাবো’, ‘ক্যান্টনে কামাল’ ও ‘বিদু থেকে বুটে’। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন (সেতাপতিমগুলির সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ), বিএম মোজাম্মেল (সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ), ডা. কনককান্তি বসু(৷ সাবেক উপাচার্য (উত্তর কলকাতার কংগ্রেস নেতা), সুবীর মন্ডল (চলচ্চিত্র পরিচালক, নির্মাতা), দেবদুত্ত ঘোষ (অভিনেতা, চলচ্চিত্র পরিচালক)। উপস্থিত সকল অতিথি মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশের প্রতি অবদানের কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি কেন্া বিরোধী আন্দোলনে যেভাবে বাংলাদেশ জ্বলছে তা নিয়েও বক্তব্য পেশ করেন। সকলের বক্তব্য, আগামীদিনে যেন ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অটুট থাকে। অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রধান অতিথীরা কি বলেন চলুন শুনুন নেওয়া যাক।

উন্নয়ন এবং ফিনান্স কর্পোরেশন সংক্রান্ত সংশোধনী বিল উত্থাপন হবে

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাই : বিধানসভার চলতি অধিবেশনে আগামীকাল সরকার পক্ষের তরফে তপশীলী জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেনী উন্নয়ন এবং ফিনান্স কর্পোরেশন সংক্রান্ত একটি সংশোধনী বিল উত্থাপন করা হবে। এরপরে বিলের উপরে দেয় বাক্য আলোচনার কার্যসূচী রয়েছে। এইদিকে অধিবেশনের পরবর্তী কার্যসূচী স্থির করতে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়েয় পৌরহিতিে আগামীকাল কার্য উপদেষ্টা কমিটি আবার বৈঠকে বসতে চলছে।

ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার এক্তিয়ার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে

ডাক্তারির সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট তুলে দিয়ে ফের রাজ্যগুলির হাতে ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার এক্তিয়ার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে রাজ্য বিধানসভায় আজ এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। একটি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে সর্বভারতীয় নিট পরীক্ষার আয়োজন করে কেন্দ্রীয় সরকার লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে ওই প্রস্তাবের অভিযোগ করা হয়েছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাতা বসু নিট পরীক্ষা নিয়ে বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, নিট নিয়ে গন্ডগোলের দুটো খাপ বা স্তর আছে। একটা প্রেস, আরেকটা নাম্বার জালিয়াতি। লুকিয়ে চুরিয়ে বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীকে প্রেস দেওয়ার ফলে ২৪ লক্ষ পড়ুয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে তিনি অভিযোগ করছেন।

সাম্প্রদায়িক রণ বা

হাওড়ার ধূলাগোড় টোলপ্লাজা থেকে উদ্ধার হলো প্রায় ২৩৫ কেজিরও বেশিগাঁজা

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ জুলাই : মুরগির ভানে তল্লাশি চালিয়ে হাওড়ার ধূলাগোড়ের টোলপ্লাজা থেকে উদ্ধার হলো প্রায় ২৩৫ কেজি গাঁজা। গোপন সূত্রে পাওয়া জনৈক রাজু মন্ডলের নির্দেশে নিউ দীঘায় এই গাঁজা তথ্যের ভিত্তিতে হাওড়ার ধূলাগোড় টোলপ্লাজার কাছে লোডের কাজ হয়েছিল। পিক আপ ভ্যানের চালক ও রাজু মন্ডলের বিরুদ্ধে সাকরাইল থানায় এনপিএস গাঁজা উদ্ধার করেছে হাওড়া সিটি পুলিশের সাকরাইল

থানা। পিক আপ ভ্যানচালক বনগাঁর বাসিন্দা ইলিয়াস মন্ডলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গেছে, তিনি দীঘা থেকে চাকদায় গাঁজা নিয়ে যাচ্ছিলেন। বনগাঁর বাসিন্দা জনৈক রাজু মন্ডলের নির্দেশে নিউ দীঘায় এই গাঁজা লোডের কাজ হয়েছিল। পিক আপ ভ্যানের চালক ও রাজু মন্ডলের বিরুদ্ধে সাকরাইল থানায় এনপিএস আইনে সুনির্দিষ্ট মামলা শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ধর্মঘট প্রত্যাহার করলো প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি

দূরন্ত বার্তা,হুগলি, ২৪ জুলাই : তিন দিনের মাথায় ধর্মঘট প্রত্যাহার করলো প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। বুধবার বিকালে হুগলির হরিপালে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ঠেঠকে বসেন কৃষি বিপণন মন্ত্রী বোচারাম মামা। হরিপালের পঞ্চায়েত সমিতির সভা কর্ম্কে শুরু হয় বিশেষ বৈঠক। প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক লালু মোখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য সদস্যরা। এক ঘণ্টা বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠক করে ধর্মঘট প্রত্যাহারের কথা জানান প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সম্পাদক লালু মোখোপাধ্যায়। তিনি

আরো জানান সদর্থক আলোচনার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে ভিন রাজ্যে আলু পাঠানো নিয়ে রাজ্য কে ভেবে দেখার আবেদন জানিয়েছেন প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা। ভিন রাজ্যে আলু বাবে কিনা এ নিয়ে আলোচনা সমর্থক উত্তর দেননি মন্ত্রী বোচারাম মামা। আলুর যোগান ও দাম স্বাভাবিক হলে ভিন রাজ্যে আলো পাঠানো নিয়ে ভাববে রাজ্য জানান মন্ত্রী বোচারাম মামা। অন্যদিকে হিমঘর সংগঠনের পক্ষ প্রতিত পবন দে জানান আলুর দাম ও যোগান যাতে স্বাভাবিক থাকে তার সররকম সহযোগিতা করা হবে হিমঘর সংগঠনের পক্ষ থেকে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৩৫ সংখ্যা, বুধবার, ৯ আশ্বণ, ১৪৩১

বিশ্বভারতীর তিন কন্যা

১৯৩৪ সালে তিন বোন শান্তিনিকেতনে পড়তে এল। তিন বোন হলেন তিন রাজকন্যা। কোচবিহারের তিন রাজকন্যা ইলা, গায়ত্রী ও মেনকা। কোচবিহারের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের খুব যোগাযোগ না থাকলেও জোড়াসাঁরের ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোচবিহার রাজপরিবারের যোগাযোগ অনেক কারো। এই তিন রাজকন্যা ইলা, গায়ত্রী ও মেনকার ঠাকুমা ও ঠাকুরদা মহারাণী সুনীতি ও মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির গভীর বন্ধুত্ব। কোচবিহারে রবীন্দ্রনাথের কখনো যাওয়া না হলেও রাজপরিবারের দার্জিলিংয়ের গৃহ ‘কলিঙ্গন’ এবং কলকাতায় বাসভবন ‘উদ্যান্ডাস’ এ অতিথি হয়েছেন। পারিবারিক পরিচিতি আরো ব্যাপৃত করলে মহারাণী সুনীতি’র পিতৃদেব কেশবচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের দুই দিকপাল ব্যক্তিত্ব যারা হাতে হাত ধরে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও প্রসারকে ঋদ্ধ করেছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার জন্যে কেশবচন্দ্র সেনকে যখন কলুটোলার সেন বংশের পৈত্রিক গৃহ থেকে বিতাড়িত করা হয় তখন সত্ৰীক কেশব চন্দ্র সেনকে জোড়াসাঁকো গৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। কেশব সেন ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের হিন্দু কলেজের সহপাঠী। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কেশব চন্দ্রের যোর মতানৈক্য হলে তিনি স্বতন্ত্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করলেও দুই পরিবারের সম্পর্কে বিশেষ চিড় ধরেনি। সুনীতি দেবী ভূতের গল্প শুনতে খুব ভালবাসতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হলেই ভূতের গল্প শুনতে চাইতেন। ‘মণিহারী’ গল্পটা রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিঙে সুনীতি দেবীকেই শুনিয়েছিলেন। সে যাই হোক ১৯৩৪ সালে কোচবিহারের তিন কন্যার শান্তিনিকেতনে পড়তে আসা। নৃপেন্দ্রনারায়ণ, সুনীতি দুজনেই তখন প্রয়াত। প্রয়াত তাদের পুত্র, তিন রাজকন্যার পিতা মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণও। কোচবিহারের মহারাজা তখন সাত তরুণ জগদীপেন্দ্র নারায়ণ এবং তার জননী মহারাণী ইন্দিরা দেবী সমগ্র কোচবিহার এন্টেন্টের রিজেন্ট। ইন্দিরা দেবী ছিলেন বরোদার প্রখ্যাত মহারাজা সওয়ায়ীজীও গায়েকওয়াডের কন্যা। ইউরোপের বিখ্যাত সব স্কুলে পড়তে পাঠিয়েছিলেন তিন কন্যাকে তাই নিজেদের মধ্যে বাংলাচর্চা পর্যাপ্ত পরিমাণে কমে যায়। তাই তিন ভগিনীর রাজপ্রাসাদ ছেড়ে ক্ষণকালের জন্যে অবস্থান হল বোলপুরের রাঙা মাটির পর্ণ কুটীরে। তিন জনের সঙ্গে নিয়ম অনুযায়ী এল এক এ ডি সি’র (পাশ্চর্য) পরিবার। গায়ত্রীর থাকার জায়গা হল মেয়েদের জন্যে নির্ধারিত হস্টেল ভর্মিটিরিতে যেখানে সবাই মেঝেতে নিজেরা মাদুর বিছিয়ে বিছানা করে, শীতের দিনেও কুয়ার ঠাণ্ডা জলে স্নান করে, কমন ট্যাশেলে ব্যবহার করে এবং খালি পায়ে সারা আশ্রম ঘোরে। গায়ত্রী সারা আশ্রমে সাইক্লো চালিয়ে ঘোরে। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ভাবে রাজকন্যাদের পড়াশোনার খোঁজ নেন, তাদের বাংলায় হাতের লেখার কতটা উন্নত হল তা তাদের ডেকে, তাদের খাতা দেখে পরখ করতেন।

বাংলার সেন রাজবংশ

বল্লাল সেন বাংলার সেন রাজবংশের দ্বিতীয় নৃপতি ছিলেন। তিনি ১১৬০ থেকে ১১৭৯ সাল পর্যন্ত সেনবংশের রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেনের পুত্র এবং উত্তরসূরী। রাজা বল্লাল সেন বাংলার সামাজিক সংস্কার, বিশেষ করে কৌলি্য প্রথা প্রতর্নকারী হিসাবে পরিচিত। ‘দানসাগর’ ও ‘অদ্ভুতসংযোগ্য রচনা’। বল্লাল সেন তাঁর রাজত্বের সময় বহুদূর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। যেমন – নরেন্দ্রভূমি, রাঢ়, বঙ্গ, এবং মিলিা ভূভূতি এইসব অঞ্চলগুলি তাঁর অধীনস্থ ছিল। সেই সময়ের স্মৃতি আজও বহন করে চলেছে ‘বল্লাল টিপি’। এটি অবস্থিত নদীয়া জেলায়। নবদ্বীপের অদূরে মারাপুরের খুব কাছে বামনপুকুর বাজারে। বামনপুকুর বাজার থেকে পাঁচমিনিট উত্তর-পশ্চিম দিকে হাঁটলেই দেখা যাবে সুপ্রসিদ্ধ বল্লাল টিপি। বল্লাল টিপির পাশ্চস্থ একটি গোরস্থান রয়েছে। আর এই টিপির নীচে বল্লাল সেনের আমলে নির্মিত প্রাসাদ ছিল বলে অনুমান করা হয়। তবে বর্তমানে এটি পুরাকীর্তি সংরক্ষণ আইন অনুসারে সংরক্ষিত করা হয়েছে। বল্লাল টিপি লন্ডায় প্রায় চারশো ফুট ও উচ্চতায় পশ্চি থেকে ত্রিশ ফুট। দূর থেকে দেখলে পাড়াছের মত দেখায়। টিপিতে ঢোকার সময় বড় লোহার গেটযুক্ত মূল প্রবেশদ্বার রয়েছে। এখান থেকে হুই পা এগালেই ইটের সিড়ি বেয়ে ওঠা যাবে এই টিপির উপর। আর উপর থেকে ডানদিকে সিড়ি বেয়ে নামলে দুদিকে প্রায় ত্রিশ ফুট করে উঁচু দেওয়াল দেখা যায়। বল্লাল সেনের নামাঙ্কিত এই বৃহদাকার টিপি উৎখননের দ্বারা এখনো আবিষ্কৃত হয়েছে বিস্তৃত প্রাসাদের মধ্যে অবস্থিত বৃহদায়তন ইটের ইমারত যার চারিদিকে ছিল উচ্চ প্রাচীর। উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পঙ্খের মূর্তি, পাড়ামাটির মানুষ, জীবজন্তুর মূর্তি, তামা ও লোহার তৈরি নানান পিণ্ডসপত্র, পেরেক ও নানান প্রত্নসামগ্রী। অষ্টম ও নবম শতকের ধংসপ্রাপ্ত পুরাতন স্থাপত্যকীর্তির উপর পুনঃনির্মিত এই সৌধের উপরিভাগ আনুমানিক দ্বাদশ শতকে। বিভিন্ন সময়ে মেরামত, পরিবর্তন ও সংযোজনের নিদর্শনবাহী এই স্থাপত্য দ্বাদশ শতকে একটি বিশাল দেওয়াল রূপ পরিগ্রহণ করে। বল্লাল সেনের রচিত ‘অদ্ভুতসাগর’ উল্লেখ অনুসারে অনুমান করা হয় যে, বল্লাল টিপির প্রাচীনত্ব আটশো বছরের বেশি। আবার অনেকে এটিকে প্রপিতামহ সামন্ত সেনের প্রাসাদের ধংসস্তুপ বলে মনে করেন। তবে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বল্লাল টিপি সামন্ত সেনের পৌত্র বিজয় সেনের প্রাসাদ। যাই হোক না কেন, নদীয়ার বামনপুকুরে রয়েছে বল্লাল টিপি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন



স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সব সময়ে নিজের খুশি দিয়ে মা ভবভারিণীর বাণী প্রচার করতেন। মুখ দিয়েই সবাইকে ধর্ম কথা শোনাতেন। তিনি কোনও দিন লিখে কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। নিজের মনের কথাকে ঠাকুর বলতেন অন্তর দিয়ে। ভক্তি দিয়ে। তাঁর কথাকে লিখে নিতেন মাহেন্দ্র গুপ্ত। তিনি সব সময়ে ঠাকুর

রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর কাজই ছিল ঠাকুর যা বলছেন তা লিখে নেওয়া। ঠাকুরের সেই কথাগুলো পরবর্তীকালে একসঙ্গে প্রকাশিত হল বই আকারে। সেই বইয়ের নামকরণ হল ‘রামকৃষ্ণকথামৃত’। এই বইটাকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জীবন দর্শন বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের দিব্য দর্শনের চিত্রও দেখতে পাওয়া যায়। জীবনের অতি সাধারণ কথার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর তত্ত্ব কথাকে ব্যাখ্যা করেছেন। ঠাকুরের দর্শন মেনে চললে জীবনে সৌক্ষ লাভ হয়। মানব প্রেম হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। এর মতো মহান কাজ আর নেই। এটা যিনি করতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠ। তিনিই পরম পুরুষ। তিনি মহামানব।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে ‘দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ’কে সফল করতে অগ্রসর হন রাসবিহারী বোস ও গদর পার্টি

রবীন্দ্র কুমার শীল
বাংলার বিপ্লবীদের কথা বলতে গেলে স্বাভাবিকভাবে এসে পড়বে ‘গদর’ দলের কথা। বাংলার ‘যুগান্তর’, ‘অনুশীলন সমিতি’ এর মতো বিদেশে তৈরি হয়েছিল ‘গদর’ দল। স্বাধীনতা আন্দোলনে গদর দলের ভূমিকার কথা অতি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। ১৯১৩ সালে আমেরিকাতে গঠিত হল ‘প্যাসিফিক কোস্ট হিন্দুস্তান অ্যাসোসিয়েশন’। এই দলের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারত থেকে ব্রিটিশ রাজকে সরিয়ে দেওয়া। লালা হরদয়াল, সনতোখা সিং, বাবা জাওয়লা সিং, সন্ত বাবা ওয়াসাখা সিং দাদেশ্বর এবং সোহান সিং ভাকনা এই সংস্থা তৈরি করেছিলেন। তাঁরা একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন-‘ গদর কি গুঞ্জ’। এই সংস্থা ক্রমশঃ আমেরিকা এবং কানাডাতে শ্রীব্রজলাভ করতে শুরু করে। এই সংস্থার অধিকাংশ সদস্যরা পাঞ্জাবের তরুণ তারা ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিল। সদস্যদের মধ্যে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ভিজি পিংলে, হর দয়াল সিং, করতার সিং, তারকনাথ দাস সহ আরও অনেকে। সোহান সিং ভাকনা প্রচার করতে শুরু করলেন-“We are not Sikhs or Punjabis. Our religion is patriotism”। এই দলের সদস্যরা একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলো। নাম দিল ‘গদর’। গদর একটি আরবিক শব্দ। এর অর্থ হল ‘বিদ্রোহ’। পত্রিকার প্রচ্ছদের ওপরে লেখা থাকলো-‘ইংরেজি রাজ কা হুয়ান’। বহু বড় করে লেখা হল- “‘চাই- সাহসী সেনা যারা ভারতকে মুক্ত করতে চায়; মাইনা- মৃত্যু; মূল্য- শহীদ; পেনশন- স্বাধীনতা; যুদ্ধক্ষেত্র-ভারত।’ প্রথম সংখ্যাতেই করতার সিং লিখলেন-“‘Today there begins ‘Ghadar’ in foreign lands, but in our country’s tongue, a was against the British Raj. What is our name? Ghadar. What is our work? Ghadar. Where will be the revolution? In India. The time will soon come when rifles and blood will take the place of pens and ink!’” গদর দল বাংলার বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) এবং রাসবিহারী বোসের সঙ্গে যোগাযোগ করে। গদর দলের সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে



চলেছি। বজবজে কামাগাটামার জাহাজ উপস্থিত হলে যাত্রীদের নামতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ পুলিশ গুরদিত সিং সান্দ্রুকে থ্রেফতার করার চেষ্টা করে। গদর দলের সদস্য বিষ্ণু গণেশ পিংলে ছিলেন একজন মারাত্মি যুবক। পিংলের সঙ্গে সত্যেনভূষণ সেনের পরিচয়। আবার সত্যেনের সঙ্গে বাঘা যতীনের পরিচয়। কামাগাটামারর ঘটনার পরেই পিংলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে তিনি ভারতে ফিরে আসবেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করবেন। সত্যেন সেনের ছদ্মনাম ছিল ‘বিজয়’। পিংলে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলে বিজয় বাঘা যতীনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। বাঘা যতীনের সঙ্গে আলোচনা করে পিংলে রাসবিহারী বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বেনারসের বাগ্‌লিটোলাতে রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করে

আলোচনায় বসলেন পিংলে। সেখানে সেনা অভ্যুত্থানের বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। ব্রিটিশ ভারতীয় সেনা দলে শিখ সেনার সংখ্যা বেশি। তাদেরকে জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের মতো আবার ব্রিটিশ বিরোধী সেনা অভ্যুত্থান কীভাবে করা যেতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ১৯১৪ সালে ৩১ ডিসেম্বর অমৃতসর শহরে পিংলে একটি গোপন বৈঠক করেছিলেন। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কারতার সিং, সরমন সিং, পরমানন্দ, বলবন্ত

সিং, নিধন সিং, মুলা সিং সহ আরও অনেকে। ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী দ্বিতীয় সেনা অভ্যুত্থানের পরিকল্পনায় মুখ্যভূমিকা পালন করেছিলেন রাসবিহারী বোস, শতীন সান্যাল, বিষ্ণু গণেশ পিংলে, করতার সিং, বাঘা যতীন সহ আরও বেশ কয়েকজন বিপ্লবী। ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সেনা অভ্যুত্থানের দিন হিসাবে চিহ্নিত করা হল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক কৃপাল সিং ব্রিটিশ সরকারকে সচেতন করে দেওয়ার ফলে অভ্যুত্থানের তারিখকে এগিয়ে নিয়ে আসা হয়। তিন দিন এগিয়ে নিয়ে আসা হল। ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ সালের অভ্যুত্থানের দিন স্থির করা হল। তারিখ পরিবর্তনের খবর ব্রিটিশ গোয়েন্দারা পেয়ে গিয়েছিল। তার ফলে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী সেনা অভ্যুত্থান করা সম্ভব হল না। রাসবিহারী বোস বুঝতে পারলে ভারতের মধ্যে থেকে সেনা বিদ্রোহ করানো একেবারে অসম্ভব। কারণ একানে প্রতিটি পদে পদে বিশ্বাসঘাতকেরা লুকিয়ে রয়েছে। তারা ব্রিটিশ সরকারের গুপ্তচর হয়ে কাজ করতে শুরু করছে। সেই কারণে রাসবিহারী বোস কারোর সমানে ছদ্মবেশ ছাড়া উপস্থিত হতেন না। তাঁর আসল চেহারার সঙ্গে কেউ পরিচিত ছিল না। তাঁর আসল নামও কেউ জানতো না। এমনকী ব্রিটিশ সরকারও পর্যন্ত রাসবিহারী বোসের কোনও ছবি সংগ্রহ করতে পারেনি। কোরাসবিহারী বোস তা নিয়ে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা বিভ্রান্ত ছিল। ফলে তাঁকে থ্রেফতার করতে পারেনি ব্রিটিশ সরকার। ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামে গদর বিপ্লবীদের নাম কবতেই হবে। নাহলে ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস অসম্পূর্ণ। গদর দলের নেতাদের সহ সদস্যদের ধরে ধরে আন্দামানে সেলুলার জেলে পাঠানো হয়েছিল। সর্ব প্রথমে নাম উচ্চারণ করতে হয় পিংলের।

বিষ্ণু গণেশ পিংলেঃ বিষ্ণু গণেশ পিংলে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তিনি ১৮৮৮ সালে পুনের তেলোগাওয়ান গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। সামর্থ্য বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। পিংলে তার পরে আমেরিকাতে চলে যান। সেখানকার সিটেল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলেন ১৯১১ সালে। তার পরেই তিনি আমেরিকার গদর দলে অংশ গ্রহণ করেন। ২০ নভেম্বর ১৯১৪ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেন তাঁর বন্ধু সত্যেন সেনের কাছে। বন্ধু সত্যেন সেন তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। বাঘা যতীনের কাছ রাসবিহারী বোসের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন পিংলে। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর হাতে রাসবিহারী বোসকে পরিচয় করে দিলে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। পিংলে রাসবিহারী বোসকে জাত কালেনে যে কয়েক হাজার গদর দলের সদস্য আমেরিকা করে রয়েছ, যারা ভারতে উপস্থিত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। ভারতের সেনা অভ্যুত্থান বার্থ হলে পিংলে হাল ছেড়ে দেননি। নতুন করে ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থান পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে ২০ মার্চ ১৯১৫ সালে পিংলে আবার আমেরিকা উপস্থিত হলেন। এবারও মেরুট যড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে

গেল। ধরা পড়লেন পিংলে। তাঁর ফাসি হল। পিংলে ধরা পড়তেই রাসবিহারী বোস অনুভব করলেন আর ভারতে থাকাটা তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয়। এবারে বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। নাহলে তিনি ধরা পড়লে ব্রিটিশরা তাঁকে ফাঁসি বুলিয়ে দিয়ে শাস্তি পাবে। বাবা অমর সিং ও ওয়ারিয়ান সিং-এর পুত্র বাবা অমর সিং পাঞ্জাবের লুধিয়ানাতে ১৮৯২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সেই গদর পার্টির সদস্য হন। প্রথম লাহোড় যড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। বিচারে ১৯১৭ সালের ৬ জুলাই তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। আপিলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারানুসারে এই মৃত্যুদণ্ডকে মুকুব করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ১৯১৮ সালে তাঁকে আন্দামানে পাঠানো হয়। ১৯২১ সালে আন্দামানে বন্দি পাঠানো বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তাঁকে ভারতের মূল ভূখণ্ডে নিয়ে আসা হয়েছিল। **ভাই অমর সিং নান্দবোল**ঃ পাঞ্জাবের বাসিন্দা ভাই অমর সিং নান্দবোল গদর দলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই দলের হয়ে সক্রিয় কাজে অংশ থগ্ন করেছিলেন। গদর দলের হয়ে কাজ করার অপরাধে প্রথম লাহোর যড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ১৯২১ সলে আন্দামানে বন্দি পাঠানো বন্ধ হলে তাঁকে ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল।**বিবেণ সিং**ঃ বিবেণ সিং তিন জন ছিলেন। বিবেণ সিং -১ম এবং বিবেশ সিং-২য় এবং তৃতীয় বিবেণ সিং। প্রথম বিবেণ সিং-এর পিতার নাম ছিল জওয়ালা সিং এবং দ্বিতীয় বিবেণ সিং-এর পিতার নাম ছিল কেশব সিং এবং তৃতীয় বিবেণ সিং-এর পিতার নাম ছিল জীভন সিং। ইনারা সকলেই আন্দামানে কারাগারে বন্দি ছিলেন। তৃতীয় বিবেণ সিং অশ্বারোহী সেনা ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ অশ্বারোহী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তার ফলে তাঁর মৃত্যুদণ্ড সাজা হয়েছিল ১৯১৫ সালে ১৯ অক্টোবর। পরে মৃত্যুদণ্ড রোধ করা হয়। ১৯২১ সালে এই তিন বিবেণ সিং ভারতে ফিরে আসেন।

সর্দার গুরুমুখ সিংঃ ১৮৯৭ সালে সিন্ধুনাথের লুধিয়ানার হলুগ্রন গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে একটি দল সেনা হিসাবে গদর পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। কামাগাটামার জাহাজে করে তিনি কানাডা যান। কানাডা থেকে

সম্পাদক সমীপেষু রাজবাড়ি : পচটেগড় রাজবাড়ি

পশ্চিমবঙ্গের রাজবাড়ী বা জমিদারবাড়ি বলতে আমাদের প্রথমেই মনে আসে ইটাচুনা, বাওয়ালি, মহিষাবাল, কাশিম বাজার বা বাঘডগ্রাম রাজবাড়ির কথা। কিন্তু এগুলির বেশিরভাগই আমাদের মত মধ্যবিত্তের সাধ ও সাধ্যের বাইরে। কিন্তু তাই বলে কি আর এদিসের জন্যে একটু রাজার হালে থাকতে মন চায় না? তাই অমেক খোজাখুঁজির পর বেছে নিয়েছিলাম পূর্ব মেদিনীপুরের এগড়ার কাছে অবস্থিত স্বল্প পরিচিত পচটেগড় রাজবাড়ী। বাহ্যিক আড়ম্বরহীন অথচ প্রাচীনত্তের মোড়কে ঢাকা এই রাজবাড়ীটি। দীঘাগামী বাস ধরে ,কাঁথির খড়গপুর বাইপাসে, সেখান থেকে এগারার বাস ধরে এগার। এগড়া থেকে পচটেগড় এর দূরত্ব মাত্র ১০ কিলোমিটার, টোটাতে সময় লাগে আধঘণ্টা মাত্র। ধর্মতলা বা হাওড়া থেকে গতরার সারাসরি বাসও রয়েছে কিন্তু সেগুলোর বেশিরভাগই নন এসি। তবে এই বাসগুলি ধরলে আপনারা সরাসরি নেমে গিে তারপরনে পচটে মোড়ে। পচটে মোড় থেকে পচটেগড় পর্যন্ত গাছগাছালি ছায়া গ্রাম্য রাস্তা। বর্তমানে রাজবাড়ীর একটি প্রধান অংশে রাজবাড়ির বর্তমান প্রজন্ম তৈরি করেছে থাকার সুন্দর ব্যবস্থা। দূটি অংশ সম্পূর্ণ পৃথক এবং এদের বুকিং এর ব্যবস্থাও ভিন্ন। তবে রাজবাড়ীর প্রধান অংশে অবস্থিত হওয়ার জন্যে এবং ক্রমের সংখ্যা বেশি থাকার জন্যে।

এব ২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ডেরিজেড তকমা প্রাপ্ত এই রাজবাড়ির কথায়। প্রায় ৩৫০ বছরের পুরনো ইতিহাস গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে থাকা রাজবাড়িটি আদতে ছিল মুঘল যুগের। সুদূর উদ্ভাষ্য থেকে আগত রাজা মোহন দাস মহাপাত্র এই মুঘল সম্রাটের নেকনজরে পড়ে দায়িত্ব

ফেরত পাঠানো হলে ১৯১৪ সালে কলকাতার নিকটে বজবজ স্টেশনে ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। সেখানে বেশ কয়েকজন মারাও গিয়েছিল। সর্গর গুরুমুখ সিংকে থ্রেফতার করা হয়। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। সেলুলার জেলে তাঁর বন্দি নম্বর ছিলঃ ৪ ৩৮৫০৪। ১৯২১ সালে ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হলে তাঁকে পাঞ্জাব জেলে পাঠানো হয়। কিন্তু সন্তো ট়েন নেকের লাক্ষ মেরে আফগানিস্তান হয়ে রাশিয়া পালিয়ে যান। ১৯৩৪-৩৫ সালে ভারতে ফিরে আসার তাঁকে দ্বিতীয় লাহোর যড়যন্ত্র মামলায় দ্বিতীয়বারের জন্য সেলুলার জেলে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। সেখানে ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে ৩৭ দিনের অনশনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে ভারতের মূল ভূখণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে আসার পরে তাঁকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। অবশেষে ১৯৩৭ সালে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯৭০ সালের শেষ দিকে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর দ্বিতীয় বারের বন্দি নম্বর ছিল ৪০০। **সর্দার গুরুমুখ সিং**-২য়ঃ ৫ পিতার নাম কামওয়াল সিং। লুধিয়ানার নাখানা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। গদর পার্টিতে অংশ গ্রহণ করার অপরাধে তাঁর সেলুলার জেলে নির্বাসন হয়েছিল। দেখতে পাওয়া গেল যে একই মানে বহু ব্যক্তির গদর দলে যোগদান করেছিলেন। তার ফলে ব্রিটিশ সরকার প্রকৃত অপরাধীদে ধরতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে যায়। সর্দার গুরুমুখ সিংকে ধরতে গিয়ে ব্রিটিশ পুলিশ সেখানে আরও একজন সর্দার গুরুমুখ সিংকে থ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল। সেই সময়ে গদর দলের সব সদস্যরা ব্রিটিশ শক্তিকে ভয় পায়নি। ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতেও দ্বিধাযুক্ত করেনি। তবে নেতৃত্বের দেওয়ার অভাব দেখা দিয়েছিল। প্রকৃত নেতার কথাকে মেনে চলার কোনও রীতি সেখানে তৈরি হয়নি। ফলে তারা ব্রিটিশ বিব্রোহ কবলেও সঠিক নেতার অভাবে দিশহারা হর পড়ে। তারা অস্ত্র ব্যবহার করতে জানতো। কিন্তু সেই অস্ত্র কীভাবে কখন কোথায় কতখানি ব্যবহার করতে হবে তার দিক নির্দেশ ছিল না। তারা অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এলোপাথারিভাবে। ব্রিটিশ সেনা সুশৃঙ্খলিত শক্তি। ব্রিটিশদের দক্ষ সেনা বাহিনী অতি তেরই অস্ত্রধারী গদর দলের সদস্যদের পরাস্ত করে থ্রেফতার করে। গদর দলের কোনও চিহ্ন যাতে না থাকে তার জন্য ব্রিটিশ সরকার সবাইকে ধরে আন্দামানে নির্বাসন দিয়েছিল।

দুরন্ত বার্তা

খাত্রীদেবতায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২৭ তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৪ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আ্যকাদেমি, তথ্য সংস্কৃতিক বিভাগের সহযোগিতায় কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২৭ তম জন্ম দিবস উদ্‌যাপন লাভপুরে খাত্রীদেবতায়। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন লাভপুর ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতি এবং বীরভূম সাংস্কৃতি বাহিনী৷ সাহিত্যিক, লোক শিল্পীদের নিয়ে বর্ণাঢ্য প্রভাতফেরির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়৷ খাত্রীদেবতায় সারাদিন ব্যাপি রাধা হয় নানান ধরনের আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান৷ এদিন কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়৷ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলা শাসক কৌশিক সিনহা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আ্যকাদেমির আধিকারিক শুভময় মন্ডল, খ্যাতনামা সাহিত্যিক অরুণ মিত্র, সাদিক হোসেন, তারাশঙ্কর সাহিত্যের অমর চরিত্র ডাক্তার সুকুমার চন্দ্র সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা৷ এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চে তারাশঙ্কর সংগ্রহশালার জন্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের তরফ থেকে বেশ কিছু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যবান সামগ্রী তুলে দেওয়া হলো৷ এছাড়াও জন্ম দিবসকে সামনে রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয় নিয়ে স্তন দেওয়ার জন্য বেশ কিছু প্রতিযোগিতামূলক বিষয়ে আয়োজন করা হয়৷ এসে সকল স্থানিধিকারী প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়৷ মূল অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক অমর মিত্র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন৷ এছাড়াও সন্ধ্যায় তারাশঙ্করের গান এবং নাটক নাগিনী কন্যার কাহিনী মঞ্চস্থ করে বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী৷ সংস্থার কর্ণধার এবং নাটকের নির্দেশক উজ্জল মুখোপাধ্যায় বলেন, নান্ন রাতে হবে প্রথম বাঙালি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপক হিসেবে এবং প্রথম ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপক হিসেবে উল্লেখযোগ্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়৷ যেখানেই গেছি গণদেবতার সত্তা তারাশঙ্করের গ্রামের বা দেশের মানুষ হিসেবে আমরা বিশেষ মর্যাদা পেয়েছি৷

জয়নগর থানার পুলিশের বিরুদ্ধে পুলিশ সুপার ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নালিশ এস ইউ সির

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৪ জুলাই : জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল সহ একাধিক পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে বাজে আচরণের অভিযোগ তুলে বারুইপু়র পুলিশ জেলার সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালীর দ্বারস্থ হলো এস ইউ সি আই এর বারুইপু়র জেলা কমিটি৷ উল্লেখ্য, গত ১৮ জুলাই কালভার্টের কাজের জন্য বন্ধ থাকা জয়নগর কুলতলি রোডের বিকল্প রাস্তার দাবি এবং এই বিষয়ে পূর্ত দপ্তরের সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের সাথে দেখা করার দাবিতে জয়নগর থানার মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ ও রাস্তা অবরোধে সামিল হন জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক তরুণ কান্তি নস্কর ও কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদারের নেতৃত্বে শতাধিক এস ইউ সি আই কর্মীরা৷ অভিযোগ পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে অবরোধ ও বিক্ষোভকারীদের সাথে ধমুধাঙ্ডি হয়৷পুলিশ ১৩ জন কে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে যায়৷ পরে তাদের জামিনে ছেড়ে ও দেওয়া হয়৷ এস ইউ সি আই দাবি, কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক জয় কৃষ্ণ হালদার সহ ১৩ জন এস ইউ সি আই কর্মীদের সাথে বাজে আচরণ করেন আই সি সহ একাধিক পুলিশ কর্মীরা৷ তাই এর সঠিক বিচার চাই৷ গণ আন্দোলনের পথকে আটকাতে পুলিশ এত নির্মম কেন৷ এস ইউ সি আই দলের তরফে পুলিশ সুপার হাড়াও মুখ্যমন্ত্রীকে বিষয়টি চিঠি দিয়ে অবগত করেছেন বলে জানানো৷ তবে এই বিষয়টি জয়নগর থানার তরফে মানা হয়নি৷

আলুর দাম নিয়ন্ত্রনে রাখতে হিমঘরে পরিদর্শন জামালপুর ব্লক প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৪ জুলাই : ক্রমশ লাগামহীন হয়ে উঠছে আলুর দাম৷ কোথাও ৪০ তো কোথাও ৫০ টাকা প্রতি কেঁজি দরে বিক্রি করা



হচ্ছে বাঙালির হেঁশলের অপরিহার্য এই সবজি৷ অধিকাংশ জায়গাতেই নিয়ন্ত্রণে নেই আলুর দাম৷ আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে নবায়ের জেলাশাসকদের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা৷ তিনি নির্দেশ দেন, বিভিন্ন হিমঘরে যে আলু সঞ্চিত আছে, তা বার করতে হবে৷ আলুর চাহিদা মেটাতে আলু বাজারে সাপ্লাই করতে হবে, যাতে কোনওভাবেই বাজারে আলুর সঙ্কট তৈরি না হয়৷ আলুর জোগান সচল রেখেই আলুর দাম যাতে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেই পদক্ষেপ করতে বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের বিভিন্ন হিমঘর পরিদর্শনে গেলেন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা৷ এদিন জামালপুর ১ ও ২ এবং চকদিঘি অঞ্চলের শেঠিয়া, পুনিত, শুঁড়ে কান্না হিমঘর সহ অন্যান্য হিমঘরগুলি পরিদর্শনে গেলেন জামালপুরের বিভিন্ন পার্শ্ব সারথী দে ও জামালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নিলি সিং৷ তারা প্রতিটি হিমঘরে গিয়ে কথা বলেন৷ সাধারণ মানুষের যাতে সুবিধা হয় তা হেদিকটা দেখার জন্যই তাদের এই পরিদর্শন৷ প্রতিটি হিমঘরের মালিককে তারা সাফ জানিয়ে দেন প্রতিদিন অন্তত ৪০ বস্তা করে আলু স্বাস্থ্যর নিশ্চিতি হাতে তুলে দিতে হবে৷ এই স্বাস্থ্য গোষ্ঠীর মহিলারাই সেই আলু নিশ্চিতি নামে বাজারে বিক্রি করবে৷ তাদের নির্দেশ পালন করা হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে তাদের নজরদারিও থাকবে বলে হিমঘর কর্তৃপক্ষদের জানিয়ে দেন৷ প্রসঙ্গত, পুলিশ জুলুমের প্রতিবাদে সোমবার থেকে কর্মবিরতিতে ডাক দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি৷ এর ফলে আলুর জোগানে ঘাটতি দেখা দিয়েছে৷ হিমঘর থেকেও আলু আর তেমন বাজারে আসছে না৷ মঙ্গলবার আলুর সঙ্কটের মোকাবিলায় অন্য রাজ্যে আলু পাঠানো বন্ধের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী৷ বুধবার আলুর সমস্যা মোকাবিলায় বিশেষ বৈঠকে বসে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি৷ সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিপণনমন্ত্রী বোচারাম মালা৷ হুগলির হরিপালের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সরকারি আধিকারিক এবং টাক্স ফোর্সের সদস্যরাও৷ এই বৈঠকের পরে আলুর দাম নিয়ে কোনও রফাসূত্র বেরায় কি না সে দিকেই তাকিয়ে আছে মানুষ৷

বারবার আক্রান্ত হচ্ছে বিজেপি কর্মীরা, থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৪ জুলাই : দুর্গাপুরের নিউটাউনশিপ থানা এলাকায় বারবার আক্রান্ত হচ্ছে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা, পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করেও মিলছে না সুরাহা৷ এমনই অভিযোগ তুলে দুর্গাপুরের নিউটাউনশিপ থানা ঘেরাও করে বিজেপি চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এর নেতৃত্বে তুমুল বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা৷ অপ্রীতিশব্দ ঘটনা এড়াতে ঘটনাস্থলে মোতােন করা হয় পুলিশ বাহিনী ও কমব্যাক ফোর্স৷ এর পাশাপাশি হকার উচ্ছেদের ক্ষেত্রেও দ্বিচারিতা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়৷ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের আক্রান্ত হওয়ার প্রতিবাদে এদিন ঘেরাও কর্মসূচির পর এখন পুলিশ কি ব্যবস্থা নেয় তার উত্তর দেবে সময়া৷

ডাকাতির ঘটনা রুখে দিল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : ডাকাতির ঘটনা রুখে দিল পুলিশ৷ মোটোপলিটন পুলিশের প্রধান নগর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে পাওয়া খবর এর ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দক্ষিণ সমন নগরের শিলুগুড়ি শিশুশিক্ষা কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার ও দৃষ্কৃতি৷ প্রধান নগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে এই পাঁচ দুষ্কৃতি শিলিগুড়ি শহরের সমন নগর এলাকাতেই ডাকাতির হুক কষছিল৷ গতকাল রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ও দৃষ্কৃতিতে গ্রেফতারের পাশাপাশি তারের হেফাজত থেকে ডাকাতির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা নানারকম সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ৷ গতদেবে নাম সুকুমার দাস, মঙ্গল মহান্ত, সুরাজ ছেরী, মোহাম্মদ বুধা এবং মোহাম্মদ শফিকুল আলী ৷ গৃহদেের মধ্যে সুকুমার দাস আহািপুর্নদুরেরে বাসিন্দা, মঙ্গল মহন্ত বানারহাটের বাসিন্দা এবং বাকিরা শিলিগুড়ির বাসিন্দা৷ ধৃত পাঁচ দুষ্কৃতিতে বুধবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়৷

দিনেদুপুরে ব্যাঙ্ক ক্যাশিয়ারের পেটে গুলি, কয়েক লাখ টাকা নিয়ে পালাল দুষ্কৃতীরা



দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ জুলাই : দিনে দুপুরে সমবায় সমিতিতে ডাকাতি৷ ঘটনা মালদার গাজোলের কেঠপু়র সমবায় সমিতির৷ গুলিবিদ্ধ ব্যাংক ক্যাশিয়ার৷ পেটে গুলি লেগেছে ক্যাশিয়ারের৷ আহতকে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ডিভিডি তাঁকে রেকার করা হয় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে৷ জানা যাচ্ছে ৭-৮ জন দুষ্কৃতি আগ্রোস্ত্র হাতে ব্যাঙ্ক ঢুকে পড়ে৷ প্রায় ৭ থেকে ৮ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় ডাকাতিরা৷ দুষ্কৃতিদের পিছু নেয় পুলিশ৷ জানা যাচ্ছে গুলিবিদ্ধ ব্যাঙ্ক ক্যাশিয়ারের নাম যোগেশ্বর মন্ডল৷ বয়স ৩৫, বাড়ি শিক্ষক পল্লী এলাকায়৷ ব্যাঙ্ক কর্মীর পেটে গুলি করার পাশাপাশি অন্যান্য কর্মীদের মারধরের পর

ডি এম অফিসে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচীকে সফল করতে নবদ্বীপ আদালত চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৪ জুলাই : রাজ্য জুড়ে প্রত্যহ বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে সোচার হতে দেখা যায় বিভিন্ন সংগঠনের এরর নিজেরের দাবী আদায়ের জন্য পথে নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পথ বেছে নিলো পশ্চিমবঙ্গ ল-ক্লার্কস্‌ এ্যাসোসিয়েশন৷ এবার রাজ্য জুড়ে সেই আন্দোলনের আঁচ ছড়িয়ে দিতে বন্ধ পরিকর সংগঠনের সকল সদস্য ও সংগঠনপূর বিভিন্ন শাখাও আর এবার সেই আন্দোলনের আঁচ এসে পরলো নদীয়াতেও৷ বৃহস্পতিবার সংগঠনের নদীয়া জেলা কমিটির ডাকে DM অফিসে ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ কর্মসূচীর ডাক দেয়৷ আর সেই কর্মসূচীকে সফল করে তুলতে ও নিজেরের দাবী দাওয়া গুলোকে সকলের সামনে তুলে ধরতে পশ্চিমবঙ্গ ল-ক্লার্কস্‌ এ্যাসোসিয়েশন এর নবদ্বীপ শাখা কমিটির তরফে বুধবার নবদ্বীপ আদালত চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে৷ এদিন শুধু তারা বিক্ষোভ প্রদর্শনই করেন না পাশাপাশি বৃহস্পতিবারের কর্মসূচীকে সাফল্য করারও ডাক দেয়৷ সংগঠনের তরফে জানায় দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দাবী আদায়ের জন্য লড়াই করেও এখনো কোন সুরাহা হয়নি, তাই আবারও রাজ্য জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ল-ক্লার্কস্‌ এ্যাসোসিয়েশন৷ আর তারই অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার নদীয়া জেলা কমিটির ডাকে কৃষ্ণ নগরের ডিএম অফিসের সামনে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচীর ডাক দিয়েছে৷ আর এই কর্মসূচীকে সফল করতে ও তাদের দাবী দাওয়া সকলের সামনে তুলে ধরতে বুধবার বিকেলে সংগঠনের নবদ্বীপ থানার তরফে নবদ্বীপ আদালত চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়৷ তার জানায় দীর্ঘদিন ধরে আমরা লড়াই করছি কিন্তু এখনো কোন



সুরাহা হয়নি তাই এই সিদ্ধান্ত৷ তারা জানায় আমরা যে দাবী গুলো রেখেছি সেগুলো কেবল আমাদের জন্য নয়, এই দাবী গুলো পুরন হলে সামগ্রিক ভাবে লাভবান হবেন সকলেই৷ তারা জানায় আমাদের দাবী গুলোর মধ্যে অন্যতম দাবী হলো আদালত ও প্রশাসনের সর্বত্র বাংলা ভাষায় কাজ চালু করা, সাথে প্রতিটি ভূমি ও ভূমি সংস্কার প্রশাসন দপ্তর এবং রেজিষ্ট্রেশন দপ্তরে ফািলে পরে বহু সময় মানুষ সঠিক পরিষেবা পায় না, আমরা চাই অবিলম্বে এই দালাল চক্রের সমাপ্তি৷ এ ছাড়াও আমরা চাই ল-ক্লার্কদের জন্য সরকারী ভাবে ওয়েলফেয়ার প্রকল্প চালু করতে হবে৷ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সামাজিক সুরক্ষা যোজানায় ল-ক্লার্কদের দ্রুত অন্তর্ভুক্ত করতে হবে৷ এমনই বিভিন্ন দাবী নিয়ে আমরা পথে নামছি৷

উত্তর পূর্ব রেল, কুন্তের জন্য প্রচুর সংখ্যক বিশেষ ট্রেন চালানো হবে

গোরখপুর, ২৪ জুলাই : মাননীয় কেন্দ্রীয় রেলপথ, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স ও আইটি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন যে উত্তর প্রদেশে রেলের উন্নয়নের জন্য মোট ৯২,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে৷ তিনি বলেন, ২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ইউপিএ-র আমলে উত্তর প্রদেশে রেলের উন্নয়নের জন্য ১,১০৯ কোটি টাকার বরাদ্দ করা হয়েছিল, যা প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর মেয়াদে ১৯ হাজার ৮৪৮ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা তুলনায় করা হয়৷ পূর্ববর্তী সরকারের কাছে এটি ভারতে ১৮ গুণ বেশি৷ শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ২৪ জুলাই, ২০২৪ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উত্তর, উত্তর-মধ্য এবং উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক এবং বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজারদের উপস্থিতিতে স্থানীয় সাংবাদিকদের বাজেটের বিধান সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার সময় বলেছিলেন যে গত ১০ বছরে উত্তর প্রদেশে ৪,১০০ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ করা হয়েছে, যা পুরো সুইজারল্যান্ডের রেলপথের দৈর্ঘ্যের চেয়েও বেশি৷ তিনি বলেছিলেন যে উত্তরপ্রদেশের সমস্ত ব্রডগেজ রেলপথকটগুলি

১০০ শতাংশ বিদ্যুতায়িত হয়েছে৷ রেলমন্ত্রী বলেছিলেন যে রাজ্যে গত ১০ বছরে ১৪৯০টি ফ্লাইওভার আভরণপাস তৈরি করা হয়েছে, যা গ্রামীণ এলাকার মানুষের জীবনকে সহজ করেছে এবং দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস করেছে৷ কুন্তের জন্য জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করা হবে, বিশেষ ট্রেন চলে, মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স এবং আইটি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ বলেছেন যে কুন্ত নির্বিঘ্নে চলতে হবে এবং ভক্তদের কোনও ধরণের সমস্যায় পড়তে হবে না৷ সমস্যা যা়া, এর জন্য ৪০ টিরও বেশি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে৷ তিনি বলেছিলেন যে প্রয়াগরাজের রেলস্টেশনটি বিভিন্ন পর্যায়ে পরিনির্মাণ করা হবে৷ শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন যে মুখামন্ত্রী নিজে কুন্তের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করছেন, কোনও ত্রুটি যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া নেওয়া হচ্ছে৷ ১৫৭ টি স্টেশনকে অমৃত স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলা হবে৷ ৷আছনেরা, আগ্রা কান্টো, আগ্রা ফোর্ট, আইশ্বরগা জং., আকবরপুর জং., আলিগড়, আমেধি, আমরোহা, আনন্দ নগর জং., আমলা, আমজগড়, বাবাপুর, বাছরাওয়ান, বাদান্যু, বাদশাহনগর, বাশ্যাপুর, বাহেরি, বাহরাইচ, বালামাউ জংশন, বালিয়া, বলরামপুর, বানারস, বান্দা, বারাবান্ধি জং., বেরেলি, বেরেলি শহর, বাধনি, বাস্তি, বেলথারা রোড, ভাদোহি, ভারতকুন্ড, ভাটনি, ভূতেশ্বর, বিজনার, বুলদশহর, চান্দাউলি মাঝওয়ার, চান্দৌসি, চিলবোলা, চিত্রকূট ধাম কার্ভি, চোপানরা ., ডালিগঞ্জ, দর্শননগর, দেওরিয়া সদর, ধামপুর, দিলদারনগর, ইটাওয়া জং., ফারুখাবাদ, ফতেহাবাদ, ফতেহপুর, ফতেহপুর সিক্টি, ফিরোজাবাদ, গজরৌলা, গডমুক্তেশ্বর, গৌরীগঞ্জ, ঘটামপুর, গাজিয়াবাদ, গাজীপুর, গোকননাথপুর, গোকননাথপুর শহর৷, গোবিন্দপুরি, গুরসাহাইগঞ্জ, হায়দারগড়, হাপুর, হারদোহি, হারোসা সিটি, ঈদগাহ আগ্রা জংশন, ইজমতপুর, জংসাহই জংশন, জৌনপুর শহর, জৌনপুর জংশন, কনৌজ, কানপুর আনোয়ারগঞ্জ, কানপুর ত্রিভ বাম তীর, কানপুর সেন্ট্রাল, কাপ্তানগঞ্জ জংশন, কাপ্তানগঞ্জ জংশন, কানপুর৷

ডেঙ্গু সর্তকতায় আলাচনা ও পদযাত্রা

দুরন্ত বার্তা, ব্যারাকপুর, ২৪ জুলাই : বাড়ছে ডেঙ্গির প্রাদুর্ভাব৷ উত্তর ২৪ পরবান জেলার ব্যারাকপুর ২ ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে বুধবার বিকেলে ডেঙ্গু ও পতঙ্গ বাহিত রোগ সম্পর্কিত সচেতনতা ও সর্তকতা বাড়াতে

মড়াগাছ বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে হল আলোচনাসভা৷ তারপর বিডিও অফিস থেকে বোর্ডঘর পর্যন্ত ডেঙ্গি সর্তকতা সচেতনতা পদযাত্রা৷ উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী, বিডিও জনাব সানোয়ার আলি, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, কর্মাধ্যক্ষ, বিলকান্দা ১, বিলকান্দা ২, বদিশপুর, পাতুলিয়া, মোহনপুর শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, নববারাকপুর থানার আধিকারিক সহ জেলা পরিষদের সদস্যরা৷ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী বলেন ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির এলাকায় ডেঙ্গু মুক্ত ও নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর৷ ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে লড়াই খুব শক্ত কাজ৷ কঠিন লড়াই৷ ডেঙ্গু নির্মল অভিযানে সর্তকতা ও সচেতনতা বাড়াতে সকলে পথে নেমেছি৷ যত কঠিন পরিস্থিতি

আমক না কেন সকলে সম্মিলিত ভাবে ডেঙ্গু বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মানুষকে সচেতন করব৷ ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতি একটা পরিবার৷ আজ শপথ নেব আমরা সকলেই৷ কেউ ডেঙ্গু আক্রান্ত না হই৷ কারোর মৃত্যু না হয়৷ সকলে সজাগ সর্তক থাকব৷

বৃহস্পতিবার, ২৫ জুলাই ২০২৪। ৭

প্রতিনিধিই অনেক টাকা লেনদেন হয়। এমন ঘটনা কোনদিন আগে ঘটেনি। যারা ডাকাতি করেছে, তারা হিন্দি ভাষায় কথা বলছিল। আমার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়েই মারমুখী হয়েছিল। প্রাণভয়ে আমরা সবাই হাত তুলে দাখিলে ছিলাম। এইর মধ্যে ব্যাংকের ক্যাশিয়ারকে গুলি করে দুষ্কৃতীরা। তারপর এই ব্যাংক থেকে ৬ লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, পুরো

প্রতিনিধিই অনেক টাকা লেনদেন হয়। এমন ঘটনা কোনদিন আগে ঘটেনি। যারা ডাকাতি করেছে, তারা হিন্দি ভাষায় কথা বলছিল। আমার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়েই মারমুখী হয়েছিল। প্রাণভয়ে আমরা সবাই হাত তুলে দাখিলে ছিলাম। এইর মধ্যে ব্যাংকের ক্যাশিয়ারকে গুলি করে দুষ্কৃতীরা। তারপর এই ব্যাংক থেকে ৬ লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, পুরো

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৭২/ডব্লিউ&-২/এলিটেক্স, তারিখঃ ১০-০৭-২০২৪এর খরীদে প্রকাশিত ই-টেন্ডার নং. ৩৮-এপিএ-২০২৪এর মধ্য নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে।**অগ্রগ্রেসর প্রকল্প টেন্ডার নং.৬৮ হবঃ ০-০৮-২০২৪, ১৩০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৯০০-২০২৪, ১৩০০ ঘণ্টা, টেন্ডার খুলবেঃ ০-০১-০৮-২০২৪, ১৩০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৯০০-২০২৪, ১৬০০ ঘণ্টা।** টেন্ডারের অন্যান্য নিম্ন ও শর্তাবলি একই থাকবে।

ডিজারএম (প্রকাসক), আলিপুর্নদ্বার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রমাদটিতে বেল পরিবেশে

PANCHLA GRAM PANCHAYAT
P.O.:Panchla, Dist: Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER
No. WB/HOWRAH/PANCHLA/TIED/1 st INST./NIET- 2024-25
For and on behalf of Pradhan Panchla Gram Panchayat, Panchla Howrah, invites sealed percentage rate tender for total 13 (Thirteen) Nos. different works. Last date of submission of tender (online) 09.08.2024 at 14.30 Hrs. Bid Opening on 12.08.2024 at 14:35 Hrs. For details visit website https://wbtender.gov.in

Sd/- Pradhan
Panchla Gram Panchayat

Notice
District Consumer Redressal Commission, Howrah 20, Round Tank Lane, P.O. & P.S. Howrah, Dist.- Howrah- 711101.
Case No. C.C. 387/2019
Sri Dulal Chandra Sharma ...Petitioner/Complainant Vs
M/S. Tirupati Builders Proprietorship firm, Represented by its proprietor Sri Swapan Paul -Opposite Party

To M/S. Tirupati Builders, Proprietorship firm, Represented by its proprietor Sri Swapan Paul S/O, Sri Jugal Krishna Paul, 23/2, Dewan Gazi Road, P.O.& P.S.- Bally, Howrah- 711201. Whereas, Sri Dulal Chandra Sharma....(Complainant) has instituted a Complaint case being no. C.C. Case No.387/2019 against you. Therefore, you are hereby summoned to appear before this Commission in person or by a pleader or by authorized representative on the 26th day of July, 2024 at 10:30 O' Clock in the forenoon in default the case will be heard and considered in your absence. Given under my hand and seal on the District Commission Howrah, this 12th Day of July, 2024.

By Order
(RASHBEHARI DAS)
Registrar
The D.C.D.R.C, Howrah.

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার নং. ডিসিপিএম-জিএন-ইনজনিং-এসডিএএচ-০৫-২৪-২৫ (৩পেন টেন্ডার ইন সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম), তারিখ ২২.০৭.২০২৪। ডেডলাইন চিহ্নিত মোড়ানোজার, গিল শক্তি ইউনিট, ইঞ্জিনিয়ারিং, পূর্ব রেলওয়ে, শিলিগুড়ি, ৪৭ তল, ডিয়ারএম বিল্ডিং, কইজার স্ট্রিট, শিয়ারাবহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে ৩পেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের শিয়ারাবহ ডিভিশনে অমৃত ভারত সেলেন্ড্রিম সিস্টেম অধীনে ব্যারাকপুর এবং বারাসাত স্টেশনে ৩মি চতুর্ভা ফুট ওভার ব্রীজের ব্যবস্থা কর্তৃক কাজ। আনুমানিক মূল্য ৳ ৯,৫৪,২৮,৭১৪.৯৯ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ৳ শূন্য। বায়না অর্থ ৳ ৬,২৭,২০০ টাকা। সম্পূর্ণ কাজের মেয়াদ ৳ ১২ মাস। খোলার তারিখ ৳ ১২.০৮.২০২৪ বিকেল ৩টো। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিদ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডারের দস্তখতের দাখিল করতে হবে। হাতছোত দাখিল করা দস্তখতাব এবং ই-টেন্ডারের ফেইলিও অনুমোদন নং এবং এরপ হাতছোত দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

SDAH-128/2024-২৫
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.eindianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের দক্ষতার কল: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিশ নংঃ ইনজ/এইচডুএইচ/২৫/২০২৪ (নোটিস)/৫৯৮, তারিখ ২২.০৭.২০২৪। ডিভিশনাল কন্ট্রোলিং ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাজিরা, ডিয়ারএম বিল্ডিং, কইজার স্টেশনের নিচে, হাওড়া-৭১১০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈকটিক কাজের জন্য ৩পেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নংঃ ইনজ-এইচডুএইচ-২৫-২১-৩৪২২-আর, কাজের নামঃ আলডয়েজিং লাইনসমূহ (আপ এবং ডাউন) ৳ শিলদুয়া এবং টিকিয়াপাড়ার মধ্যে প্যাসেঞ্জার মুভমেন্ট লাইনসমূহেতে পরিণত করার প্রাপ্তিস্থিতিতে লোডেড ক্রশিং পোটসমূহর অগ্নিনির্বাপকদের জন্য পোটটি সাধারণ কাজ। টেন্ডার মূল্য ৳ ৭,১৬,৪৬৮ টাকা। রতপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ৳ ১৪,০০০ টাল। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ৳ ১৮০ দিন। টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ সময় ৳ ১৪.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টো। টেন্ডার আহ্বারক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘর্ষ ঘোষিত হয়, তাহলে আলোচনায় টেন্ডার বন্ধের তারিখটিতে কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরপিএস ওয়েবসাইটে প্রায়গিলিগ পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাকর্মক দিনে করা যাবে। বিদ্য টেন্ডার www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারপাঠার মধ্যে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইন ভাবে প্রস্তাব দাখিল করতে অনুমোদন করা হচ্ছে।

HW-179/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.eindianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের দক্ষতার কল: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। সিসি কামেরার ফুটেজ ধরে দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি জেলা জুড়ে নাকা চেকিং শুরু করা হয়েছে।

BAKRAHAT GRAM PANCHAYAT BISHNUPUR-II PANCHAYAT SAMITY BAKRAHAT, SOUTH 24 PARGANAS NIT No. BKT/630/2024, dated 23/07/2024 NIT No. BKT/636/2024, dated 23/07/2024 The Prodhon, Bakrahat Gram Panchayat invites e-tender for 6 (Six)Nos. similar nature of works. Bid submission(online) starting from 25.07.2024 at 11.00 AM. Up to 01.08.2024 at 01.00 PM. Date for opening of Bid(Online) 03.08.2024 at 2.30 P.M. For details please visit office of the undersigned or visit https://wbtender.gov.in	Govt. of West Bengal PWD NIQ Ref No : RESD/NIQ-14 of 2024-25 Sealed bids are hereby invited for Hiring of diesel driven inspection vehicle having commercial Licence for the office of the Assistant Engineer, Raiganj Electrical Sub Division PWD in the district of Uttar Dinajpur. By Raiganj Electrical Sub-Division Karnajora, Uttar Dinajpur - 733130 from bonafide bidders. Applicationstart Date.24.07.2024 Last date and time for receiving application: 30.07.2024up to 2 P.M. Details information of NIQ, & document may be downloaded from Departmental Web Site Corrigendum if any, will be published in website only Sd/- Assistant Engineer Raiganj Electrical Sub-Division, PWD
---	--

খড়গপুর ডিভিশনে বিজ্ঞপন, পার্কিং, পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট, এসি ওয়েটিং হল, ক্লোক রুম ও বিবিথ স্ট্যাটিক পরিষেবা চুক্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেজিপি/এডিটিটি-পিএনই-এমএসএস-পিএআরকে/২০২৪/৪ তারিখঃ ২৪.০৭.২০২৪। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ই-অকশন আহ্বান করছেন ১. ঘাটশিলা স্টেশনের আউট অফ হোম এরিয়াতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞপনের প্রদর্শন, একটি ৩-ফেজ ইএমইউ রেকের ও একটি সাধারণ ইএমইউ রেকের আভ্যন্তরীণ অংশে ডিনাইল স্টিকার স্টেটে বাণিজ্যিক বিজ্ঞপন প্রদর্শন ট্রেন নং. ১২০২১/১২০২২, হাওড়া-বারবিল জনশতাব্দী এক্সপ্রেস-এর সকল কোচের অকশন; ও ফুড ট্রে/সিট ব্যাকে ডিনাইল স্টিকার স্টেটে বাণিজ্যিক বিজ্ঞপন প্রদর্শন। অকশন ক্যাটালগ নংঃ এডিটিটি-কেজিপি-এমআইএসসি-৬, অকশন তারিখঃ ০৮.০৮.২০২৪, অকশন শুরু/বন্ধের সময়ঃ যথাক্রমে সকাল ১০টা ও সকাল ১১টা।

২. দ্বীয়া স্টেশনের পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের এবং ১১টি স্টেশনের পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (যথা, বালিচক, রাখামোহনপুর, হাউর, কোলাঘাট, উলুবেড়িয়া, বাউরিয়া, সাকরাহিল, আন্দুল, মৌরীগ্রাম, রামরাজবলা এবং দাশনগর), শালিমার স্টেশনের (কনসোর্স প্রাইভ ফ্লোর এটি কিউক্যালের বদলে) ক্লোক রুম পরিচালনা এবং শালিমার স্টেশনে (প্রাইভ ফ্লোর) এসি ওয়েটিং হল। যথাক্রমে অক

